Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

আমার তুলি-কলম, ২০০৬। শিল্পী : শহীদ কবির

প্রথম আলো
বিশেষ ক্রোড়পত্র
শুক্রবার, ৭ নভেম্বর ২০২৫, ২২ কার্তিক ১৪৩২
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
২০২৫

আলোর গল্প

সাংবাদিকতা শেষ পর্যন্ত জনমানুষের জন্য। সত্য ও তথ্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য *প্রথম আলো* সেসব মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ। *প্রথম আলোর* নানা উদ্যোগের লক্ষ্যও মানুষ। এই ক্রোড়পত্র গত একটি বছরে *প্রথম আলোর* সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গল্পের সমাবেশ।

The Raymond Shop:
Dhaka: • Karnaphuli Garden City, Kakrail ✆02222228610 • 258/B, New Elephant Road ✆8802223365710 • Zahir AC Market, 52 New Elephant Road ✆02 58613589 • 91, New Elephant Road ✆02223370227 • Bashundhara City Mall, 82-87 & 95-99, Level-3, Block-B, Panthapath✆0248112827 • Adabor, Urban Life Commercial Complex, Shyomoli Ring Road ✆02222248599 • Mirpur-01, 1-13, Main Road ✆0248038621 • Mirpur- 11, Road# 3, House- 29, Block-D ✆48040508 • Mascot Plaza, 2nd Floor, Sector-07, Uttara ✆02 58953339 • Jamuna Future Park, 1st Floor, Block-B, Shop # 006-007 ✆029823343.
Chattogram: • Highway Plaza, Lalkhan Bazar ✆02333361077 • Probortoke More, 136, O.R. Nizam Road ✆02334454064
Sylhet: AL-Hammad Shops & Trade Centre, Zinda Bazar ✆02996636209 **Barisha:** Plot No- 04, Katpatty Road ✆02478864034
Khulna: Shop No-216-217, KDA, New Market ✆04102477725529 **Rajshahi:** 74, 75, Borhan Complex, Aloker More ✆01678569132
Bogura: Z-Y Ghazi Plaza, Shahid Abdul Road, Jalesswaritola ✆01678133342 **Pabna:** Kazi Plaza,Dilalpur ✆01678-569130
Faridpur: Alipur More Faridpur Sadar Faridpur ✆01678133349 **Cumilla:** 37, Laksham Road, Ramghat, Kandirpar ✆01678133348
Mymensingh: 11, CK Ghosh Road ✆8802-996664155

৩০ বছর যাবৎ পোল্ট্রি শিল্পে আস্থার প্রতীক

কাজী ফার্মস
বাংলাদেশের পোল্ট্রি বিপ্লবের পথিকৃৎ

পাঠকের ভালোবাসাই পুরস্কার

মতিউর রহমান
সম্পাদক
প্রথম আলো

প্রথম আলো ১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সেদিন যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, এখন তার বয়স ২৭ বছর। ভাবা যায়! আর ধরা যাক, *প্রথম আলো* প্রকাশের প্রথম সপ্তাহে ৭ বছরের যে শিশু গোল্লাছুটের ছবির ধাঁধা মিলিয়েছিল, এখন তার ৭ বছরের একটা সন্তান আছে। মজার কথা হলো, এমন পাঠক আমরা পাই, যিনি বলেন, 'আমি *প্রথম আলো* পড়ে আসছি সেই প্রথম দিন থেকে, আমার মা-ও পড়তেন। তিনি আজ আর বেঁচে নেই। এখন আমার সন্তানেরা বড় হয়েছে, তারাও এই *প্রথম আলো* পড়ে। *প্রথম আলো* তো আমাদের পরিবারেরই একজন। এমনকি আমার নাতিও অনলাইনে *প্রথম আলো* পড়ছে।'

দেশে কিংবা বিদেশে, ঢাকায় কিংবা চট্টগ্রামে, রাজশাহী কিংবা যশোরে, যেখানেই যাই, কেউ না কেউ এগিয়ে আসেন, হয়তো কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ করপোরেট অফিসার, কেউ এনজিও নেতা, কেউ অধ্যাপনা করছেন; এসে বলেন, 'আমি তো *প্রথম আলো* পড়ি, শুধু তা-ই নয়, আমি বন্ধুসভার সদস্য ছিলাম।' কেউ বলেন, 'আমি তো আপনাদের জিপিএ-৫ সংবর্ধনায় গিয়েছিলাম।' বিদেশ থেকে আসেন এমআইটি থেকে পাস করা উদ্যোক্তা বা বিজ্ঞানী, এসে বলেন, 'আমি তো গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিতাম, সে কারণেই আজ আমি এই জায়গায়।'

আনন্দ-বেদনার ঘটনাও ঘটে। বুয়েটের এক শিক্ষার্থী মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, লেখাপড়া তো অনিশ্চিত হলোই, জীবনই হয়ে গেল এলোমেলো। তাঁকে নিয়ে তাঁর মা আসতেন প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শসভায়। শিক্ষার্থী মাদকমুক্ত হলেন। পাস করে ভালো ক্যারিয়ার গড়তে পারলেন। তাঁর মা এসে আমাদের বলেছিলেন, '*প্রথম আলোর* জন্য দোয়া করি, *প্রথম আলো* যেন বেহেশতে যায়।' আবার প্রথম আলো ট্রাস্টের অদম্য মেধাবী বৃত্তি পেয়ে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের মেধাবী সন্তানেরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা হয়েছেন। অদ্বিতীয়া শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে দরিদ্রতম পরিবারের প্রথম স্নাতক হিসেবে মেয়েরা চট্টগ্রামে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁদের কেউ কেউ পড়াশোনা শেষ করে আবার প্যারিস কিংবা মন্ট্রিয়লে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন, চাকরিও করছেন।

কিন্তু সবার আগে *প্রথম আলো* করতে চেয়েছে সাংবাদিকতা। দলনিরপেক্ষ থাকব, স্বাধীন থাকব, জনগণের পক্ষে থাকব, সত্য কথা সাহসের সঙ্গে বলে যাব—২৭ বছর আগে থেকেই এই ছিল আমাদের নীতি। *প্রথম আলো* প্রকাশের আগেও গল্প আছে। আমরা আরেকটা সংবাদপত্রে ছিলাম অনেকেই। সেই পত্রিকার উদ্যোক্তা তখনকার সরকারের এমপি নির্বাচিত হলেন। আমরা ভাবলাম, আমরা তো দলনিরপেক্ষ কাগজ করতে চাই। তখনই ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয় *ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক মাহফুজ আনামের মধ্যস্থতায়। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানকে সব সময় স্মরণ করি। তিনি *প্রথম আলোর* সম্পাদকীয় বিষয়ে কোনো দিন হস্তক্ষেপ করেননি, কোনো দিনও জানতে চাননি কী ছাপা হবে বা এটা কেন ছাপা হলো। শুধু উৎসাহ দিয়ে গেছেন।

আমার মনে আছে, শেখ হাসিনার সরকার সরকারি বিজ্ঞাপন তো বন্ধ করলই, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ফোন করে বলা হলো, *প্রথম আলোয়* যেন বিজ্ঞাপন না দেওয়া হয়। *প্রথম আলো* দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা। এতে বিজ্ঞাপন না দিলে প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়িক ক্ষতি। একজন ব্যবসায়ী তাই আপত্তি করেন। তাঁকে বলা হয়েছিল, আপনি যে সকালে অফিসে যান, রাতে বাসায় ফিরতে পারবেন, এর কি কোনো গ্যারান্টি আছে! সেই সময়ে আমি গিয়েছিলাম লতিফুর রহমানের কাছে, তিনি সব শুনে বলেছিলেন, ব্যবসায় লাভ হবে, ক্ষতি হবে, এটাই নিয়ম, এত দিন লাভ করেছেন, এখন ক্ষতি হবে, আপস করবেন না।

আমাদের একটাই পথ, একটাই অস্ত্র, একটাই রসদ—সৎ, বস্তুনিষ্ঠ, স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতা।

২.

সব সরকারের আমলেই *প্রথম আলো* ক্ষমতাবানদের বিরাগভাজন হয়েছে, আক্রমণ কিংবা দমননীতির শিকার হয়েছে। মামলার পর মামলা দেওয়া আছে আমার নামে, আমার সহকর্মীদের নামে। কারাগারে নেওয়া হয়েছে দুজন সহকর্মীকে। কিন্তু কিঞ্চিত স্বৈরাচারী সরকার অনেক প্রতিষ্ঠান বেআইনিভাবে দখল কিংবা বন্ধ করে দিতে পারলেও *প্রথম আলো* বন্ধ করতে পারেনি কেন? এর উত্তর হলো, এই প্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক পাঠক। প্রতি মাসে যে পত্রিকার পাঠক কোটি ছাড়িয়ে যায়, সেই পত্রিকা বন্ধ করার পরিণাম সরকারের জন্য ভালো হতো না। কাজেই আমাদের রক্ষা করেছে আমাদের বিপুলসংখ্যক পাঠক।

আমরা মনে করি, আমাদের এই পাঠক-সমর্থনের কারণ *প্রথম আলোর* দলনিরপেক্ষতা, পেশাদারত্ব, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও আধুনিকতা।

৩.

গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীন নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই। গণতন্ত্রে জনগণ তাদের শাসক নির্বাচন করে চার বা পাঁচ বছরের জন্য, তাঁরা আমাদের সেবক, মালিক নন। তাঁদের ক্ষমতা অনিঃশেষ নয়, আইন ও নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে শাসকেরা তা ভুলে যান। তাঁরা গণতন্ত্রের বদলে নিপীড়নতন্ত্র, লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র এবং দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। এই বেপরোয়া একচক্ষু দানবকে প্রতিহত করতে পারে কেবল স্বাধীন সংবাদমাধ্যম আর আইনের শাসন। *প্রথম আলো* সে চেষ্টাই করে। গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চায় চোখের মণির মতো, প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার জন্য সাংবাদিকতাকে পেশাদারত্বের সঙ্গে সামানে তুলে ধরে। এ কাজে অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। তবু রাজা আসে রাজা যায়, দমন-নিপীড়ন সত্ত্বেও *প্রথম আলো* এবং সাংবাদিকতা টিকে যায়, মানুষের জয় হয়। আপনি যদি সৎ থাকেন, সত্য তথ্য-প্রমাণসহ হাজির করেন, উৎপীড়ক ক্ষমতাও শেষ পর্যন্ত আপনাকে দমাতে পারে না। কাজেই সত্য তথ্য সাংবাদিকতাকে রক্ষা করে, সত্য তথ্য সাংবাদিকতার সাহসের সবচেয়ে বড় উৎস।

৪.

এ বছর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুসারে, দেশের ৫৭ শতাংশ সংবাদপত্র পাঠক *প্রথম আলো* (ছাপা ও অনলাইন) পাঠ করেন। বিশ্বস্বীকৃতিও পেয়েছে *প্রথম আলো*। গত মাসে জার্মানির মিউনিখে সংবাদ প্রকাশকদের বৈশ্বিক সংগঠন ওয়ান-ইফরায় নতুন প্রজন্মের পাঠক সম্পৃক্ততা এবং ছাপা পত্রিকায় আঞ্চলিক বিজ্ঞাপনে সৃজনশীলতা—এই দুই ক্যাটাগরিতে *প্রথম আলো* বিশ্বসেরার পুরস্কার জেতে।

সংবাদমাধ্যমগুলোর বৈশ্বিক সংগঠন ইনমার আয়োজনে 'ইনমা গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২৫'-এ *প্রথম আলো* দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সেরা সংবাদমাধ্যম হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মাননা লাভ করে। গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি : সত্য ও দৃঢ়তায় প্রজন্মকে প্রেরণা উদ্যোগের জন্য এই স্বীকৃতি আসে। একই আয়োজনে 'বেস্ট আইডিয়া টু এনকারেজ রিডার এনগেজমেন্ট' শ্রেণিতেও প্রথম পুরস্কার পেয়েছে *প্রথম আলো*। এ ছাড়া 'বেস্ট ইউজ অব অ্যান ইভেন্ট টু বিল্ড আ নিউজ ব্র্যান্ড' শ্রেণিতে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

৫.

প্রথম আলোর এই স্বীকৃতি আমাদের আরও বিনয়ী করে। আমাদের আরও অঙ্গীকারবদ্ধ করে। সংবাদমাধ্যম হচ্ছে পাবলিক ট্রাস্ট। আমরা তো শুধু নিজেদের জীবন-জীবিকা সুন্দর করার ব্রত নিইনি, আমরা এই বাংলাদেশকে সুন্দর করতে চাই, নতুন প্রজন্মের জন্য একটা নিরাপদ সম্প্রীতিময় বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়তে অবদান রাখতে চাই। তা করার জন্য আমাদের একটাই পথ, একটাই অস্ত্র, একটাই রসদ—সৎ, বস্তুনিষ্ঠ, স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতা।

অনেকের সিলিত চেষ্টার ফল এই ২৭ বছরের *প্রথম আলো*। আবুল মোমেন আর মফিদুল হকের প্রস্তাবে ছিল নামটা—*প্রথম আলো*। কাইয়ুম চৌধুরী মাস্টহেডে একটা সূর্য বসিয়ে দিয়ে তাকে সবার চেয়ে আলাদা করে দিলেন। লতিফুর রহমান সাহেব উৎসাহ দিলেন, বড় কাগজ করুন, বড় করে ভাবুন। দেশের মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। যে হকার ভাইটি শীতের অন্ধকার ভোরে সাইকেল নিয়ে ছুটছেন ধানখেতের পাশ দিয়ে, যে বাইন্ডার ভাই রাত জেগে কাগজ বাঁধাই করছেন, যে সাংবাদিক নিজের এলাকার প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে খবর প্রকাশ করতে গিয়ে নির্যাতনের ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছেন, আমাদের প্রায় এক হাজার কর্মী, প্রথম আলো বন্ধুসভার লাখো স্বেচ্ছাসেবক, আমাদের অনলাইন, সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও, প্রকাশনা, ২০০টির বেশি দেশে ছড়ানো পাঠক—সবাই মিলেই তো *প্রথম আলো*।

আমার সৌভাগ্য যে আমি সেই তরণির একজন সহযাত্রী। এখানে *প্রথম আলোর* প্রত্যেকের ভূমিকাই অপরিসীম। একটা স্ক্রু পড়ে গেলে বিমান আকাশে উড়বে না। একজন কর্মীও যদি তাঁর কাজটুকু না করতেন, *প্রথম আলো* চলতে পারত না। সবাই মিলে *প্রথম আলো*। কিন্তু এর প্রাণ, এর আত্মা হলেন পাঠকেরা। পাঠকদের জানাই কৃতজ্ঞতা, আর সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। আপনাদের ঋণ অপরিশোধ্য, তা কোনো দিনও শোধ হবে না।

সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড প্রিন্ট ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডসে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে দুটি পুরস্কার গ্রহণ করছেন সম্পাদক মতিউর রহমান, পাশে ওয়ান-ইফরার ওয়ার্ল্ড প্রিন্টার্স ফোরামের পরিচালক ইঙ্গি রাফন ওলাফসন ও অ্যাওয়ার্ডের প্রধান জুরি গুন্ডুলা উল্লাহ (ডানে)। গত ৮ অক্টোবর রাতে জার্মানির মিউনিখ শহরে। ছবি : প্রথম আলো

৬ দশকের বিশ্বাসে সবসময় আছি পাশে
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

শরীয়াহ্‌র আলোকে
সমৃদ্ধি আসুক জীবনে
এগিয়ে চলি একসাথে, শরীয়াহ্‌ভিত্তিক সমৃদ্ধির পথে,
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক-এর সাথে

হজ ডিপোজিট স্কিম
চলো কা'বার পথে আল-আরাফাহ্‌র সাথে

মুদারাবা
ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ডিপোজিট স্কিম
মানবসেবায় সবসময়

মুদারাবা
প্রফিট বেজড টার্ম ডিপোজিট স্কিম
মুনাফা হবে শরীয়াহ্‌ভিত্তিক সঞ্চয়ে

আল-ওয়াদিয়াহ্
কারেন্ট প্লাস অ্যাকাউন্ট
সমৃদ্ধি আসুক সম্পদে শরীয়াহ্‌ভিত্তিক লেনদেনে

মুদারাবা
সেভিংস প্লাস ডিপোজিট
মাসে মাসে সর্বোচ্চ মুনাফা সাথে দারুণ সব সুবিধা

মুদারাবা
ইয়ুথসেভার অ্যাকাউন্ট
সঞ্চয় হোক সমৃদ্ধ আগামীর জন্য

শর্ত প্রযোজ্য

16434
বিস্তারিত জানতে কল বা স্ক্যান করুন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি | aib আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, Al-Arafah Islami Bank PLC. সর্বদাই সঙ্গীকার

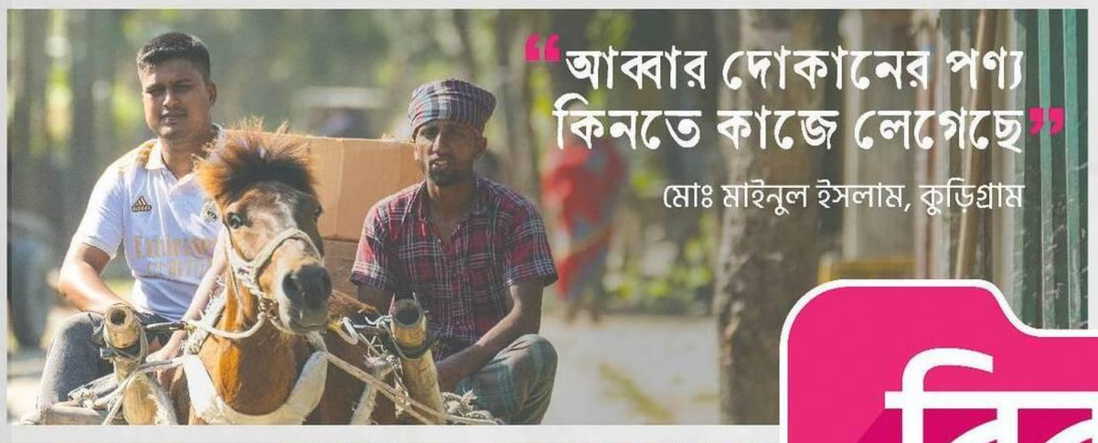

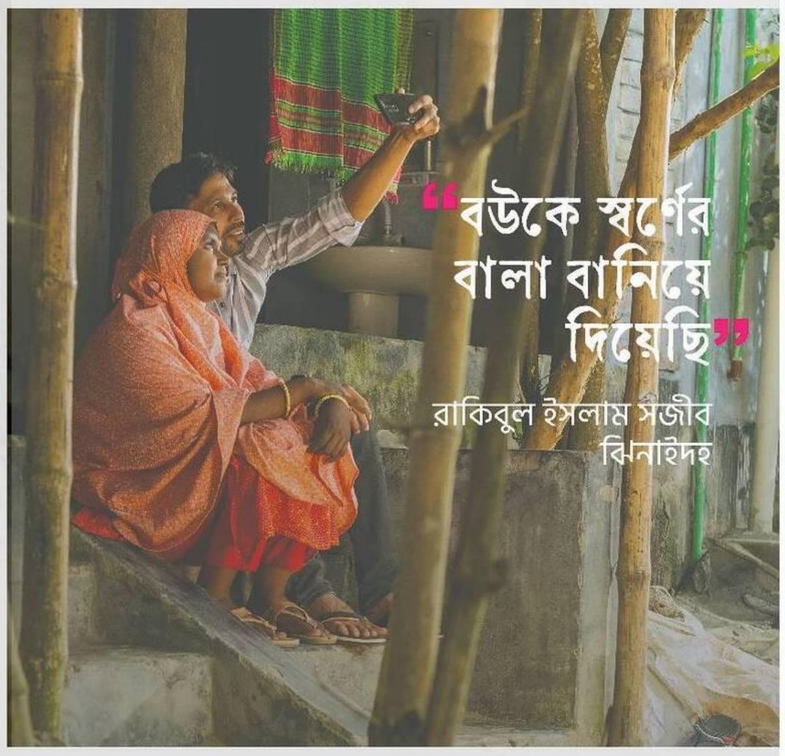

বিকাশ অ্যাপে ডিপিএস
টাকা জমায় সারাদেশ

বিকাশ অ্যাপ দিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দেশজুড়ে ৪৫ লাখেরও বেশি ডিপিএস খুলে কারো হয়েছে ইচ্ছেপূরণ, কারো মিটেছে প্রয়োজন। আপনিও নিশ্চিন্তে বিকাশ অ্যাপে ডিপিএস খুলুন এবং সবাইকে উৎসাহিত করুন।

সুবিধাসমূহ

সাপ্তাহিক ও মাসিক | সাধারণ ও ইসলামিক | ৳২৫০ থেকে শুরু | মেয়াদ শেষে ক্যাশ আউট ফ্রি

গল্পগুলো জানতে QR স্ক্যান করুন

সেভিংস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

BRAC BANK | city bank | making sense of money | DHAKA BANK PLC. | IDLC financing happiness | Mutual Trust Bank PLC মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি

বিকাশ

মতামতের বিচিত্র ধারা

এ কে এম জাকারিয়া
উপসম্পাদক
প্রথম আলো

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সামনে এসেছে নানা মত ও চিন্তার নতুন আলোচনা। পলাশী, ঢাকা। ১১ আগস্ট ২০২৪

সমুদ্রের ঢেউ পাড়ে আছড়ে পড়ার মধ্যে অল্প হলেও একটি বিরতি থাকে। একটি ঢেউয়ের পর আরেকটি ঢেউয়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। চাইলে কেউ ঢেউগুলো গুনতেও পারেন। কিন্তু আমরা এখন এমন এক যুগে ঢুকে পড়েছি, যেখানে খবরের সমুদ্রে ঢেউগুলোর মধ্যে সময়ের কোনো বিরতি নেই। এই ঢেউয়ের ঝাপটায় আমরা যেন বিপর্যস্ত, আমাদের এখন অনেকটাই খেই হারানোর দশা। অথচ আমাদের খবর বা সংবাদ জানা এবং সংবাদপত্র পড়ার অভিজ্ঞতা শুরু হয়েছিল কত ভিন্নভাবে!

সত্তরের দশকের শেষের দিকে যখন পত্রিকা হাতে নিতে শুরু করি, তখন সংবাদপত্রই ছিল আমার কাছে খবরের একমাত্র সূত্র। আমার বেড়ে ওঠা ঢাকা শহরে। বাসায় তখন একটি পত্রিকাই রাখা হতো। একাধিক পত্রিকা রাখার আর্থিক সংগতি তখন ছিল না। বাবা তত দিনে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি দিনের প্রথম ভাগের সময় কাটাতেন মূলত পত্রিকা পড়ে। সকালে পত্রিকাটি আসামাত্রই তিনি তার দখল নিয়ে নিতেন। স্কুলে যাওয়ার আগে আমাকে পত্রিকাটি 'পড়তে' বা 'দেখতে' হতো উঁকিঝুঁকি মেরে। দেশ-বিদেশে আগের দিন বা তারও আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর খবর নিয়ে সকালবেলার পত্রিকা আমার কাছে হাজির হতো বিস্ময় নিয়ে। আরেকটি নতুন পত্রিকার জন্য, নতুন নতুন খবরের জন্য আবার ২৪ ঘণ্টার অপেক্ষা।

আমরা আমাদের সম্পাদকীয় নীতির বাইরে সব ধরনের মত ও পথের চিন্তাও তুলে ধরার নীতিতে বিশ্বাস করি।

তথ্যপ্রযুক্তি আর ইন্টারনেটের বর্তমান দুনিয়ায় পাঁচ দশকের কম আগের ওই সময়কে 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগ বলে মনে হয়। খবর পাওয়ার জন্য এখন আর ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতে হয় না। খবর নিজেই এখন তার মধ্যে আমাদের ডুবিয়ে রাখে। নানা মাধ্যমে খবর আসে এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মিনিটে মিনিটে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে বা আরও কম সময়ে। আর অনলাইনে খবর 'ব্রেক' করা নিয়ে সংবাদমাধ্যম-গুলোর প্রতিযোগিতা হয় এখন মিনিট আর সেকেন্ডের হিসাবে। ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জেনে যাই কোথায় কী ঘটেছে। শুধু লেখার অক্ষরে নয়, ভিডিও বা অডিও সব মাধ্যমেই। সবাই যখন সব জেনে যায়, তখন পাঠক, শ্রোতা বা দর্শককে আর কী বাড়তি দিতে পারে এ যুগের সংবাদমাধ্যম?

বহুমতের পরিসর

'কী ঘটেছে' তা জানার পর পাঠকের কৌতূহলের বিষয় হচ্ছে, কেন ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে বা যা ঘটেছে, তার সম্ভাব্য ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া কী? সংবাদমাধ্যমে তাই বিশ্লেষণ বা মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে। তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যেকোনো ইস্যুতেই হোক না কেন। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতির একমুখী কোনো ব্যাখ্যা নেই। তাই এসব ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোনের মতামত ও বিশ্লেষণ একজন পাঠককে এর নানা দিক বুঝতে সহায়তা করে। আমরা দেখছি যে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোতে এখন মতামত ও বিশ্লেষণ বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছে। এর পরিসর ও কলেবর বাড়ছে। দেখা যাচ্ছে তথ্য দেওয়াই শুধু এই যুগের সংবাদমাধ্যমের কাজ নয়, নানামুখী চিন্তাভাবনা তুলে ধরার মাধ্যমে জনচিন্তাকে প্রভাবিত করার কাজটিও তারা করে থাকে।

আপনারা, *প্রথম আলোর* পাঠকেরাও নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন যে 'কী ঘটেছে' তা জানানোর পাশাপাশি 'কেন ঘটেছে' বা ঘটনার নানামুখী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশের দিকে আমরা নতুন করে বাড়তি মনোযোগ দিতে শুরু করেছি। শুধু সংখ্যা বাড়ানো নয়, বিষয় ও লেখক—এই দুই ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য ধরে রাখার অব্যাহত চেষ্টাও আমরা করে যাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রাধান্য দিই সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ ও মতামত তুলে ধরতে। একসময় পত্রিকার প্রথম পাতায় শুধু খবরই জায়গা পেত। *প্রথম আলো* সেই ধারা ভেঙেছে, এখন প্রায় নিয়মিতই প্রথম পাতায় কোনো না কোনো বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, পেশাজীবী বা *প্রথম আলোর* সাংবাদিকদের বিশ্লেষণ বা ভাষ্য থাকছে।

আমরা আমাদের দলনিরপেক্ষ সম্পাদকীয় নীতি বা অবস্থানের বাইরে সব ধরনের মত ও পথের চিন্তাও তুলে ধরার নীতিতে বিশ্বাস করি। তবে সংবাদমাধ্যম জনমত গঠন, জনরুচি তৈরি ও জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রভাব ফেলে, তাই মতামত, বিশ্লেষণ, অভিমত বা যেকোনো বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বিভিন্ন লেখকের যেসব মতামত, পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ ছাপি, তা লেখকের নিজস্ব মত ঠিকই, কিন্তু এসব নানামুখী লেখা প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠকের চিন্তা উসকে দেওয়া, সমাজ ও রাজনীতির জটিল ও পেছনের ঘটনাগুলোকে তুলে ধরা; যাতে একজন পাঠক একটি ঘটনার নানা দিক সম্পর্কে জেনে নিজের মতো করে একটি ধারণায় আসতে পারেন। মতামত বা বিশ্লেষণধর্মী লেখা চিন্তাপ্রবাহকে গতিশীল করার মাধ্যমে পাঠককে কোনো না কোনোভাবে আলোকিত করে।

গণ-অভ্যুত্থানের পর নতুন চিন্তাচর্চা

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে নতুন চিন্তাচর্চার পথ খুলে দিয়েছে। রাজনীতি, ইতিহাস বা সমাজচর্চা নিয়ে তথাকথিত মূলধারার আলোচনা ও তর্কবিতর্কের বাইরে ভিন্ন কোনো চিন্তার সুযোগ বা তা নিয়ে মতপ্রকাশ ও লেখালেখির পথ ছিল অনেকটাই রুদ্ধ। গণ-অভ্যুত্থান সেই বন্ধ পথের কপাট খুলে দিয়েছে, আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পরিসর বেড়েছে। *প্রথম আলো* এসব নতুন চিন্তা ও নতুন লেখকদের তুলে আনছে পাঠকদের সামনে। সব মত ও নতুন নতুন চিন্তাকে তুলে ধরা ও নতুন লেখক যুক্ত করা—*প্রথম আলোর* মতামত বিভাগ এই নীতি মেনে চলছে এবং সামনেও চলতে চায়।

বীমার আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে
বাংলাদেশের মানুষের পাশে
মেটলাইফ

- AAA ক্রেডিট রেটিং (সবচেয়ে শক্তিশালী আর্থিক সক্ষমতার পরিচায়ক)
- ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে ১,৩৯৬ কোটি টাকার বীমা দাবি নিষ্পত্তি
- দেশজুড়ে প্রায় ১০ লাখ সন্তুষ্ট গ্রাহক
- সেরা করদাতা প্রতিষ্ঠান

MetLife
জীবনের পথে চলি একসাথে

NORTH SOUTH UNIVERSITY

Center of Excellence in Higher Education

UNDERGRADUATE ADMISSIONS SPRING 2026

UNDERGRADUATE PROGRAMS

- BS in Economics
- BBA (Bachelor of Business Administration)
- Bachelor of Architecture (B.Arch.)
- BS in Civil & Environmental Engineering (CEE)
- BS in Computer Science & Engineering (CSE)
- BS in Electrical & Electronic Engineering (EEE)
- BPharm Professional
- BS in Biochemistry and Biotechnology
- BS in Microbiology
- BS in Environmental Science and Environmental Management
- Bachelor of Public Health (BPH)
- BA in English (Literature, TESOL & Language)
- Bachelor of Laws (LLB Hons)
- BSS in Media, Communication, and Journalism (BSS MCJ)

Apply online
admissions.northsouth.edu
+8801732903003

Application Deadline
November 26, 2025
Admission Test Date
November 29, 2025

GRADUATE ADMISSIONS SPRING 2026

GRADUATE PROGRAMS

- Master of Business Administration (MBA)
- Executive Master of Business Administration (EMBA)
- MS in Economics
- Master in Development Studies (MDS)
- MS in CSE
- MS in EEE
- MA in English (Linguistics, Literature, TESOL)
- MS in Biotechnology (MSBTEC)
- MA in History and Asian Studies
- M.Sc. in Civil Engineering
- MPharm in Pharmacology & Clinical Pharmacy
- MPharm in Pharmaceutical Technology & Biopharmaceutics
- MS in Environmental Science and Managment
- Master in Public Health (MPH)
- Executive Master of Public Health (EMPH)
- Master of Laws (LL.M.)
- Executive Master in Policy and Governance (EMPG)
- M.Sc. in Applied Mathematics and Computational Science (AMCS)

Application Deadline
December 17, 2025
Admission Test Date
December 19, 2025

Apply online
Website: apply.northsouth.edu

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
ASIA 2026
Ranked #149

NSU Joint 1st in Bangladesh
TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026

RANKED #801-1000
World University Rankings 2026

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

#951-1000
in QS World University Rankings 2026

We are Accredited Locally and Globally
CABS CHARTERED ASSOCIATION OF BUSINESS SCHOOLS
ACBSP ACCREDITED USA
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH

Block: B, Bashundhara R/A
Dhaka-1229, Bangladesh
880 2 55668200

www.northsouth.edu

ডিজিটাল রূপান্তরে বড় পদক্ষেপ

শওকত হোসেন
হেড অব অনলাইন
প্রথম আলো

লন্ডনভিত্তিক প্রখ্যাত দৈনিক *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস*-এর (এফটি) সম্পাদক লিওনেল বারবার ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে সব কর্মীকে একটি ই-মেইল বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেই ই-মেইল এখন গণমাধ্যম ইতিহাসের একটি অংশ। ই-মেইলে লিওনেল বারবার ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এখন থেকে এফটি 'ডিজিটাল ফার্স্ট' নীতি অনুসরণ করবে। তিনি এটিকে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বড় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'এফটি তখনই টিকে থাকতে পারবে, যদি এটি ডিজিটাল ও প্রিন্ট—দুই দিকের পাঠকের চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।'

লন্ডনভিত্তিক আরেক পত্রিকা *দ্য গার্ডিয়ান* অবশ্য এত দেরি করেনি। ২০১১ সালের জুনেই গার্ডিয়ান মিডিয়া গ্রুপের প্রধান নির্বাহী অ্যান্ড্রু মিলার ঘোষণা দিয়ে ডিজিটাল ফার্স্ট নীতি অনুসরণের কথা জানিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের *নিউইয়র্ক টাইমস* মাঠে নেমেছিল আরেকটু পরে, ২০১৪ সালে। তারাও বিশাল খরচ ও আয় কমে যাওয়ায় চাপ থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল। আসলে পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়াগুলো ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে মানুষের পাঠাভ্যাস পাল্টে যাচ্ছে। ইন্টারনেট খবর জানার নিত্যনতুন পথ বের করে দিচ্ছে। ডিজিটাল ফার্স্ট নীতি এফটি, গার্ডিয়ান বা *নিউইয়র্ক টাইমস*কে নতুন জীবন দিয়েছে বলা যায়।

*প্রথম আলো*র ডিজিটাল যাত্রা শুরু হয়েছিল এরও এক যুগ আগে। ১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর *প্রথম আলো*র আত্মপ্রকাশের সময় ডিজিটাল যুগ শুরু হয়নি, বলা যায় উঁকি মারছে কেবল। ইন্টারনেটের প্রসার ঘটলেও আবিষ্কার হয়নি স্মার্টফোনের। ফলে অন্যদের মতো প্রথম আলোর একটি ডিজিটাল উপস্থিতি ছিল ঠিকই, তবে খুবই সীমিত পরিসরে। সেই সময় থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত—এই ২২ বছরে *প্রথম আলো* ডিজিটাল উপস্থিত ছিল ছাপা পত্রিকার একটি অনুষঙ্গ হিসেবে। আর এই সময়ের মধ্যেই ইন্টারনেটের প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে, জীবনযাপনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে স্মার্টফোন। এতে পাল্টে গেছে সংবাদ প্রকাশ ও পড়ার ধরন। এ কারণেই টিকে থাকতে বিশ্বের বড় বড় মিডিয়া বেছে নিয়েছিল ডিজিটাল ফার্স্ট নীতিকে।

প্রথম আলোর ডিজিটাল পথরেখা

প্রকাশের পরপরই ছাপা পত্রিকায় প্রভাব বিস্তারে খুবই কম সময় নিয়েছিল *প্রথম আলো*। আর ডিজিটাল দুনিয়ায় তো পা রেখে দিয়েছিল প্রথম দিন থেকেই। শুরু থেকে *প্রথম আলো*র সেই পথরেখাটি আবার সংক্ষেপে জানা যাক।

৪ নভেম্বর, ১৯৯৮ : প্রথম আলো ডটকমের যাত্রা শুরু। তবে কেবল প্রথম পাতা ও শেষ পাতার লেখাগুলো অনলাইন সংস্করণে স্থান পেত।

অক্টোবর, ২০০৬ : প্রথম হালনাগাদ সংবাদ দেওয়া শুরু। সকাল ও সন্ধ্যায় সংবাদ হালনাগাদ করা হতো। তখন বিএনপি সরকারের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে হস্তান্তর করার সময়। রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত। আবার অক্টোবরের ২২ তারিখ থেকে ঈদের ছুটি শুরু। পত্রিকা বন্ধ থাকবে। সেই সময়ের চাহিদা মেটাতেই অনলাইনে হালনাগাদ সংবাদ দেওয়া শুরু হয়েছিল।

তখন অর্থের বিনিময়ে হালনাগাদ সংবাদ পড়তে হতো। এ জন্য নিউইয়র্কে পেপ্যালে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। দেশেও অর্থ নেওয়া শুরু হয়েছিল। যদিও পরে তা আর অব্যাহত রাখা হয়নি।

সেপ্টেম্বর, ২০০৮ : অনলাইনের জন্য আলাদা জনবল নিয়োগ শুরু। ধীরে ধীরে জনবল বৃদ্ধি, সহসম্পাদকদের পাশাপাশি রিপোর্টার নিয়োগ, আলাদা টিম তৈরি।

৪ নভেম্বর, ২০০৮ : *প্রথম আলো*র দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ই-পেপার অর্থাৎ ই-প্রথম আলো চালুর ঘোষণা। ২০০৯ সালের ৪ এপ্রিল প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ই-প্রথম আলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন।

নভেম্বর, ২০১০ : ফেসবুকে যাত্রা শুরু, খোলা হয় প্রথম আলো পেজ। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে এই পেজের ভেরিফায়েড প্রাপ্তি, ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে এক কোটি ফলোয়ার অর্জন। এখন ফলোয়ারের সংখ্যা ২ কোটি ১০ লাখ।

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ : *প্রথম আলো*র ইংরেজি ভার্সন শুরু।

সেপ্টেম্বর, ২০২০ : সমন্বিত বার্তা বিভাগের যাত্রা শুরু। এর আগপর্যন্ত *প্রথম আলো*য় দুটি বার্তাকক্ষ ছিল। একটি ছাপা পত্রিকার জন্য, অন্যটি কেবল অনলাইনের জন্য। কোভিড মহামারির মধ্যেই বার্তা বিভাগকে সমন্বিত করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকেই কাজ করবেন ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনের জন্য। বাংলাদেশে মিডিয়া জগতে এটাই ছিল প্রথম সমন্বিত বার্তাকক্ষ।

> ডিজিটাল যুগে আসল নীতির নামই হচ্ছে 'অডিয়েন্স ফার্স্ট', অর্থাৎ পাঠকই সবার আগে। সঙ্গে ছাপা পত্রিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

ডিজিটালে আসল যাত্রা

বিশ্বজুড়েই পাঠকদের পাঠাভ্যাস অনেকখানি বদলে দিয়েছে কোভিড-১৯ মহামারি। তাঁরা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কম্পিউটারে বা মুঠোফোনে পড়তে ও দেখতে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে *প্রথম আলো*ও অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় ডিজিটালকেও অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে। সমন্বিত বার্তাকক্ষ তৈরি তার বড় প্রমাণ। মুঠোফোন উপযোগী কনটেন্ট বা আধেয় তৈরিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দুনিয়াজুড়েই যাদের যাত্রা শুরু ছাপা পত্রিকা দিয়ে, তাদের পক্ষে ডিজিটাল ফার্স্ট নীতি গ্রহণ মোটেই সহজ হয়নি। ছাপা পত্রিকার জন্য লেখা শুরু হয় শেষবেলায়। কিন্তু অনলাইন মানে ২৪ ঘণ্টাই বার্তাকক্ষ খোলা। যখনই ঘটনা, তখনই উঠে যাবে সঠিক সংবাদটি। এরপরই চলবে পর্যায়ক্রমে হালনাগাদ। আর দিন শেষে পূর্ণাঙ্গ একটি লেখা তৈরি হবে ছাপা পত্রিকার জন্য। এই নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা মনোজগতের পরিবর্তন। কাজটি সহজ হচ্ছিল না।

কাজটি সহজে করার তাগিদ থেকেই ২০২৫ সালে নেওয়া হয় নতুন উদ্যোগ, নতুন পরিকল্পনা। এ জন্য সহায়তা নেওয়া হয়েছে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস স্ট্র্যাটেজি নামের বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত সিডিয়া পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের। মূলত বিশ্বের বড় ও সফল গণমাধ্যম যেভাবে ডিজিটাল ফার্স্ট নীতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, সেটাই অনুসরণ করেছে *প্রথম আলো*। পরিকল্পনার মূল কথা ছিল, সবাই অনলাইনের জন্য লিখবেন, নিউজ ব্যবস্থাপকদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে, তাঁদের প্রথাগত পদ ও পদবির পরিবর্তন হবে এবং ছাপা পত্রিকা বের করবে একটি আলাদা টিম।

আমরা জানি, পাঠকেরা এখন দিনের ঘটনা যেমন দ্রুত জানতে চান, তেমনি পড়তে চান বড় ও ভালো লেখা। অনলাইনে দিনের ঘটনা প্রকাশ করা হবে আর বিশেষ রিপোর্ট, অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছাপা হবে কেবল ছাপা পত্রিকায়—এখান থেকেও বের হয়ে গেছে *প্রথম আলো*। ফলে নানা ধরনের লেখা এখন প্রথমেই প্রকাশ করা হচ্ছে অনলাইনে। এ জন্য নিউজ ব্যবস্থাপকদের পদবিতে আনা হয়েছে বড় পরিবর্তন। এখন ব্রেকিং নিউজের দায়িত্বে আছেন 'হেড অব ফার্স্ট নিউজ', বিশেষ নিউজের দায়িত্বপ্রাপ্তের পদ হচ্ছে, 'হেড অব ডিপ নিউজ'। আমরা জানি, বর্তমান সময়টা রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর অপরাধ নিউজের প্রতি রয়েছে পাঠকের বিপুল আগ্রহ। এ জন্য রাজনীতি ও অপরাধসংক্রান্ত নিউজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জ্যেষ্ঠ একজন সাংবাদিককে। তেমনিভাবে মূল ডেস্কেও কাজের ব্যবস্থাপনায় এসেছে পরিবর্তন।

পাঠকের আগ্রহ আছে বাণিজ্য, খেলা, বিনোদন, লাইফস্টাইলসহ নানা বিষয়ের প্রতি। পড়তে চান ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে নানা ধরনের লেখা। এসব ক্ষেত্রেও কর্মপ্রবাহে পরিবর্তন আনা হয়েছে, যাতে একজন পাঠক মুঠোফোনটি হাতে নিয়েই জানতে পারেন সর্বশেষ সংবাদ, খবরের পেছনের খবর আর নানা মতের বিশ্লেষণ, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি।

ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য এই পরিবর্তনের সুফল পেয়েছে *প্রথম আলো*। এখন সবাই অনলাইনের জন্য কাজ করেন। ছাপা পত্রিকার জন্য পরিকল্পনা করাও তাতে সহজ হয়েছে। কর্মীদের মনোজগতে এসেছে বড় পরিবর্তন। আর তাতে সবচেয়ে বেশি সুফল পাচ্ছেন পাঠকেরা।

নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ

শুরুতে ছিল ডিজিটাল ফার্স্ট নীতি। ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের ব্যাপক প্রসারের কারণে তারপর বলা হলো হতে হবে মোবাইল ফার্স্ট। এটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে না হতেই চলে এসেছে ভিডিওর যুগ। এখন বলা হচ্ছে, ভিডিও ফার্স্ট। অর্থাৎ এখন থেকে লেখা ও দেখা—দুটোই সমানতালে চালাতে হবে। কেননা, *প্রথম আলো* ভালো কনটেন্টকে যেমন গুরুত্ব দেয়, তেমনি নজর রাখে পাঠকের আগ্রহের দিকেও। আবার গণমাধ্যমগুলোর কাজের ধারায় যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। সবকিছুই দ্রুত বদলাচ্ছে। এসবের মধ্যে ডিজিটাল যুগে আসল নীতির নামই হচ্ছে 'অডিয়েন্স ফার্স্ট', অর্থাৎ পাঠকই সবার আগে। সঙ্গে ছাপা পত্রিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

উৎকর্ষের অভিযাত্রায় অনন্যসাধারণ

SK+F

ESKAYEF PHARMACEUTICALS LIMITED

সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ওষুধ সবার আগে

চিকিৎসাশিক্ষা ও সেবার প্রসারে সদা নিবেদিত

বিশ্বসেরা মাননিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত

Major Global Accreditations

US FDA · UK MHRA · EU GMP · AUSTRALIA TGA · BRAZIL ANVISA · SOUTH AFRICA SAHPRA · UK VMD

www.skfbd.com

• রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী নির্দেশিত মাত্রার ঔষধ সেবন করুন • নকল ভেজাল বন্ধ করি, জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করি

অনুসন্ধান : ঘটনার পেছনের সত্য

টিপু সুলতান
হেড অব পলিটিকস অ্যান্ড ক্রাইম
প্রথম আলো

নরসিংদীতে ২০ বছরে দেড় হাজারের বেশি মানুষ খুন হয়েছেন—এটা কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, এই মৃত্যুর ভেতরে লুকিয়ে আছে রাজনীতি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জমি দখল, আধিপত্য আর ক্ষমতার সংঘাতের নির্মম ভূচিত্র। খুনের ঘটনা সংবাদ হিসেবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অনুসন্ধান দেখায়—কেন বারবার খুন হয়, কেন একই পরিবার পাঁচ দশক পরেও হত্যার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে, কেন এই জেলার সমাজকাঠামোয় খুনের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে।

'রাজনীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে খুনোখুনি' শিরোনামে গত ২৮ জুন প্রকাশিত সেই প্রতিবেদনে একটি জনপদের সমাজ ও রাজনীতির 'ডার্ক ডেটা'র রেখাচিত্র বেরিয়ে আসে।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানের অনেক উদাহরণ রয়েছে—যেখানে শুধু ঘটনা জানানো হয়নি; বরং ঘটনার নিচের স্তর চিহ্নিত করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথের ঠিকাদারির কাজ ঘুরেফিরে পেয়ে আসছিলেন তখনকার ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী রাজনীতিকদের ঘনিষ্ঠ পাঁচ ঠিকাদার। এ বিষয়ে *প্রথম আলো* কয়েকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করেছে। এরপর অন্তর্বর্তী সরকার একাধিক তদন্ত কমিটি করে। এমনকি সরকারের ক্রয়সংক্রান্ত নীতিমালায় বড় ধরনের সংশোধন আনা হয়। একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন কখনো কখনো সরকারের নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে—এ উদাহরণ তার একটি বাস্তব প্রমাণ।

ধর্ষণের ঘটনার বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। আসামি বা অভিযুক্ত ব্যক্তি মামলা থেকে বাঁচতে ভুক্তভোগীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন—এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। বিয়ের মধ্য দিয়ে ধর্ষণ মামলার 'মীমাংসা'ও হয়েছে। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে এসেছে—এ ধরনের মীমাংসার করুণ পরিণতি প্রায়ই নির্যাতন, বিচ্ছেদ বা মৃত্যু।

এ জায়গাটাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার শক্তি। ঘটনার বিবরণই শেষ কথা নয়—প্রশ্ন হলো, তার পেছনে কী আছে?

পাঠকেরা কেবল দিনের খবর জানার জন্য নয়, ঘটনার গভীরে থাকা সত্যের সন্ধান পাওয়ার জন্যও *প্রথম আলোর* কাছে আসেন। *প্রথম আলোরও* পাঠকের প্রতি এটি একটি অঙ্গীকার। আর সেই অঙ্গীকার বাস্তব রূপ পায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায়।

ইতিহাসের ভেতরে মৃত্যু গণনা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে *প্রথম আলো* সাহসিকতার সঙ্গে বিস্তৃতভাবে তথ্য সংগ্রহ করে মানুষের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছে। এরই ধারাবাহিকতা গণ-অভ্যুত্থানের এক বছরের মাথায় আবার অনুসন্ধান করে *প্রথম আলো*। সরকারি গেজেটে শহীদদের তালিকায় যে ৮৪৪ জনের নাম এসেছে, তাঁদের মধ্যে ৮১০ জনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে *প্রথম আলো* ২০ জুলাই প্রতিবেদন ছাপিয়েছে—'সবচেয়ে বেশি মৃত্যু শ্রমজীবীদের'।

এই অনুসন্ধান এখন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন মহলে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দ্য টাইমসের সঙ্গে যৌথ অনুসন্ধান

যুক্তরাজ্যের *দ্য টাইমস*-এর সঙ্গে 'টিউলিপ এখনো বাংলাদেশের ভোটার, আছে পাসপোর্ট, এনআইডিও' শিরোনামে প্রকাশিত যৌথ অনুসন্ধানে উঠে আসে—ব্রিটিশ সংসদ সদস্য টিউলিপ সিদ্দিক বাংলাদেশের নাগরিক। যদিও তিনি তা অস্বীকার করে আসছিলেন। *প্রথম আলো* নথিপত্র অনুযায়ী তথ্য যাচাই করে আরেকটি অনুসন্ধান প্রকাশ করে—'টিউলিপ বাংলাদেশের করদাতাও ছিলেন'। এই অনুসন্ধান বাংলাদেশের বাইরেও যুক্তরাজ্যে নতুন করে আলোচনার জন্ম দেয়।

আরও উদাহরণ

বিরল রোগ নিয়ে *প্রথম আলো* প্রকাশ করেছে বিস্তারিত প্রতিবেদন—যেখানে দেশজুড়ে আক্রান্ত মানুষের তথ্য, সহায়তা-কাঠামোর ঘাটতি এবং অদেখা বাস্তবতার চিত্র উঠে আসে।

অনুসন্ধানে এসেছে—বিগত সরকারের আমলে তৎকালীন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের 'ভাই বন্ধুরা' কীভাবে প্রিপেইড মিটার কেনার কাজ বাগিয়ে নিয়েছিলেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সময়সাপেক্ষ, কখনো ঝুঁকিপূর্ণও। *প্রথম আলো* শুরু থেকেই এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে—এটা পাঠকের প্রতি দায়িত্ব মনে করে। রাজনীতি, সমাজ, ক্ষমতার গোপন বলয়, আইনের ফাঁকফোকর, প্রশাসনিক প্রভাব—সবচেয়ে কঠিন স্তরেও গিয়ে তথ্য খুঁজে আনা—এই সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই *প্রথম আলোকে* পাঠকের আস্থার সবচেয়ে বড় জায়গায় দাঁড় করিয়েছে।

সচিবের চাওয়া ও গরিবের পাওয়া

রাজীব আহমেদ
হেড অব ডিপ নিউজ
প্রথম আলো

দেশের গরিবদের খুব বেশি 'চাওয়া' নেই, সচিবদের 'পাওয়া' অনেক। গরিব ও সচিবদের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে *প্রথম আলোর* দুটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে এই লেখা শুরু।

রিকশাচালক সোহাগ গিয়া বরিশাল শহরে রিকশা চালান। তাঁর দুটি শিশুসন্তান আছে। একটি মেয়ে, একটি ছেলে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। যে বস্তিতে সোহাগ থাকেন, সেখানে শিশুসন্তান দুটিকে রেখে আসার উপায় নেই। তাই তাদের নিয়েই রিকশা চালান সোহাগ। একটি শিশু থাকে তাঁর কোলে বসে। আরেকটি রিকশার পাদানিতে জবুথবু হয়ে থাকে।

বরিশাল শহরে গত শ্রাবণের একদিন এই দৃশ্য চোখে পড়ে *প্রথম আলোর* প্রতিবেদক এম জসীম উদ্দীনের। তিনি লিখে ফেলেন, 'বটতলায় থেমে থাকা রিকশায় এক বাবার জীবনসংগ্রামের ছবি' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন (২ আগস্ট, ২০২৫)।

সোহাগ দিনে ৫০০-৬০০ টাকা আয় করেন, তার ৩০০ টাকা দিতে হয় রিকশার মালিককে। তাঁর চাওয়া খুব বেশি নয়, বলছিলেন, 'যদি নিজের একটা রিকশা থাকত, তয় ওগো (দুই সন্তান) জন্য কিছু করতে পারতাম।'

প্রথম আলোতে প্রতিবেদন প্রকাশের পর একজন প্রবাসী সোহাগকে একটি রিকশা কিনে দেন। শিশু দুটির পড়াশোনারও একটি ব্যবস্থা হয়েছে। সোহাগ যেদিন রিকশা হাতে পান, সেদিন মুখে ছিল হাসি।

সোহাগকে নিয়ে ছোট একটি প্রতিবেদন নিয়ে হয়তো আলোচনা তেমন হয়নি, কিন্তু সেটা একজন মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে; যা ক্ষুদ্র নয়, ছোট নয়।

এবার বলি সচিবদের 'পাওয়ার' কথা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে আওয়ামী লীগ সরকার প্রভাবশালী আমলাদের ঢাকায় প্লট দিয়েছে। তারপরও অনেক সচিব ঢাকা উড়ালসড়ক প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নির্মিত আবাসন প্রকল্পে একেবারে কম দামে ফ্ল্যাট বরাদ্দ নিয়েছিলেন। বিষয়টি অজানা ছিল। গত ১৪ জুন 'সরকারি জমিতে সস্তায় ফ্ল্যাট নিয়েছেন সচিবেরা' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় *প্রথম আলোয়*। লেখক *প্রথম আলোর* বিশেষ প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন। এরপর সরকার তদন্ত কমিটি করে এবং বাতিল করা হয় ফ্ল্যাটের বরাদ্দ।

প্রথম আলোর ছোট ও বড় বহু প্রতিবেদন এভাবে মানুষের জীবনে ছোট ও বড় পরিবর্তন এনেছে, বহু প্রভাবশালীকে রুষ্ট করেছে। *প্রথম আলো* ক্ষমতাকে প্রশ্ন করেছে, সরকারি নীতির ভালো-মন্দ মানুষকে জানিয়েছে, মানুষের সমস্যা তুলে ধরেছে। মানুষের বিজয়ের কথা, দেশের এগিয়ে যাওয়ার কথাও এসেছে সমানভাবে।

রাষ্ট্রশাসন ও সংবাদপত্র নিয়ে আইরিশ লেখক অস্কার ওয়াইল্ডের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। বক্তব্যটি মোটামুটি এমন, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট শাসন করেন চার বছর। সুশাসনে সাংবাদিকতার অবদান থাকে চিরকাল।

কথাটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য পুরোপুরি ঠিক, যেখানে গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়। স্বাধীন সংবাদমাধ্যম কখনো ঘুমিয়ে যায় না। *প্রথম আলো* বিগত সরকারের আমলে স্বাধীন সাংবাদিকতা করেছে। এ কারণে ক্ষমতাসীনদের 'শত্রুতে' পরিণত হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও ক্ষমতাকে প্রশ্ন করেছে, সেটা প্রতিবেদনে, সম্পাদকীয়তে।

'প্রথম আলো' ঘুমিয়ে থাকে না

আজকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে অনেক কিছু লিখে দেন। সংবাদমাধ্যম আর ফেসবুকিং ও ইউটিউবিংয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রমাণ থাকতে হয়। যখনই আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে একজন উপদেষ্টা ও একজন সচিব নিজের জেলার জন্য বড় প্রকল্প নিয়েছেন, তখনই আমরা প্রকাশ করেছি 'বৈষম্যবিরোধী উপদেষ্টার জেলাপ্রীতি, মন্ত্রিপরিষদ সচিবও একই পথে' শিরোনামের প্রতিবেদন (২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫; আরিফুর রহমান)।

যখনই আমরা প্রমাণ পেয়েছি, তখনই জুলাই শহীদদের তালিকায় ভুয়া নাম নিয়ে লিখেছি। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসানের লেখা 'জমির বিরোধে খুন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু, তবু তাঁরা জুলাই শহীদ' শিরোনামের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় গত ১৫ সেপ্টেম্বর। প্রতিবেদনে ৫২ জনের নাম ছিল। সে নামগুলো নিয়ে এখন সরকার তদন্ত করছে। যদিও এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধে মানববন্ধন হয়েছে, সংবাদ সম্মেলন হয়েছে।

'কমিশনার থাকেন ঢাকায়, সড়ক বন্ধ করে ঢোকেন গাজীপুরে' শিরোনামে নজরুল ইসলামের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় গত ২৪ আগস্ট। প্রতিবেদনটি তুলে ধরেছিল, গাজীপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলেও পুলিশ কমিশনার ঢাকায় থাকেন। এই প্রতিবেদনের পর *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার হয়। কিন্তু সরকার পুলিশ কমিশনারকে সরিয়ে দেয়।

বিটিসিএলের ফাইভ-জি প্রকল্প নিয়ে 'কেনাকাটা আটকে দিয়েছিলেন নাহিদ, তোড়জোড় ফয়েজের' শিরোনামের প্রতিবেদনটিও আলোচনা তৈরি করে। গত ২৭ জুলাই প্রকাশিত নুরুল আমিনের এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, যে প্রকল্পে আওয়ামী লীগ আমলে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, তাতে এ আমলেও একই প্রক্রিয়ায় কেনাকাটার চেষ্টা চলছে। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর ফেসবুকে *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধে অপপ্রচার হয়, প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব সংবাদ সম্মেলন করেন। প্রতিবাদ পাঠান। কিন্তু কেনাকাটা আগানোর খবর পাওয়া যায়নি।

সরকারি প্রতিষ্ঠান পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েলের জ্বালানি তেল চুরি নিয়ে দুই পর্বের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় গত ১৮ ও ২০ অক্টোবর। শিরোনাম ছিল '"তেল চুরি", ব্রাজিল বাড়ি ও তাঁদের আয়েশি জীবন' এবং 'তেল চুরি হয় ধাপে ধাপে, জাহাজ থেকে ডিপোতে'। মো. মহিউদ্দিনের লেখা এই প্রতিবেদনের পর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান চালিয়েছে। সরকার তদন্ত করছে এবং চুরি ঠেকাতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

'আত্মসমর্পণকারীরা দস্যুতায় ফিরছে' শিরোনামে ২০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ইতিয়াজ উদ্দীনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পর সুন্দরবনে অভিযান জোরদার করেছে কোস্টগার্ড।

> *প্রথম আলোর* ছোট ও বড় বহু প্রতিবেদন মানুষের জীবনে ছোট ও বড় পরিবর্তন এনেছে, বহু প্রভাবশালীকে রুষ্ট করেছে।

উদাহরণ অনেক

একটি ছোট প্রতিবেদন বা বড় প্রতিবেদনে সরকারের নীতি বদলানো, মানুষের সমস্যা সমাধান অথবা জীবন বদলানোর এমন উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। ১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর যাত্রা শুরুর পর থেকে এমন প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশ করেই পাঠকপ্রিয়তায় সবার ওপরে উঠেছে *প্রথম আলো*।

প্রথম আলো ৪ নভেম্বর ২৮ বছরে পা দিয়েছে। সুসাংবাদিকতা, সাহসী সাংবাদিকতা চলবে—আমরা সেটাই আবারও বলছি।

ENVOY TEXTILES LIMITED

- **WORLD'S FIRST LEED CERTIFIED PLATINUM DENIM MILL**
- **FIRST ROPE-DYEING TECHNOLOGY** IN BANGLADESH
- **FIRST ECO LAB** IN BANGLADESH IN STRATEGIC PARTNERSHIP WITH **JEANOLOGIA**
- **11**-TIME WINNER OF **NATIONAL EXPORT TROPHY**
- WINNER OF **NATIONAL ENVIRONMENTAL AWARD**
- **3**-TIME WINNER OF **PRESIDENT'S INDUSTRIAL DEVELOPMENT AWARD**
- MULTIPLE-TIME WINNER OF **HIGHEST TAXPAYER AWARD**
- **2**-TIME WINNER OF **HSBC EXPORT EXCELLENCE AWARD**
- **LAB ACCREDITATION** BY RENOWNED BRANDS LIKE **LEVI'S, KONTOOR, AMERICAN EAGLE, JCREW, VF, RALPH LAUREN, TARGET**, etc.

LEED PLATINUM
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD — Certified by USB Cert. USB 002220
ORGANIC 100 content standard — Certified by USB Cert. USB 002220
ORGANIC BLENDED content standard — Certified by USB Cert. USB 002220
REGENEVATE — Certified by USB Cert. USB 002220
RECYCLED 100 claim standard — Certified by USB Cert. USB 002220
regenagri CUI: 813494
FibreTrace
Global Recycled Standard — Certified by USB Cert. USB 002220
investing in better cotton — BetterCotton.org/MassBalance 1001584-1
OEKO TEX STANDARD 100 — OEKO TEX STeP — 09.HBD.65801 HOHENSTEIN HTTI
COTTON MADE IN AFRICA TF-548
ISO 14001 ISOQAR UKAS — ISO 9001 ISOQAR UKAS — Certificate Number 19444-QMS/EMS-001
amfori BSCI Trade with purpose
amfori BEPI Trade with purpose
Supplier to Zero by ZDHC
SOCIAL & LABOR CONVERGENCE
Higg Facility Social & Labor Module — 42555
Higg Facility Environmental Module — 42555
ROADMAP TO ZERO
ALLIANCE FOR BANGLADESH WORKER SAFETY

EXPORTING WORLDWIDE

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, Levi's, KONTOOR, INDITEX, UNIQLO, target, BESTSELLER, H&M, J.CREW, C&A, Calvin Klein, COTTON:ON, Walmart, vf, TESCO, GAP, Carrefour, s.Oliver, LC WAIKIKI, JCPenney, next, Kmart, RALPH LAUREN, UNITED COLORS OF BENETTON.

www.envoytextiles.com

আয়োজন

শুরু থেকেই সাংবাদিকতার পাশাপাশি *প্রথম আলো* নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, গণিত উৎসব, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বর্ণমেলা, স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াড, ইন-জিনিয়াস, বিজ্ঞান উৎসব, বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ ও প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা, এসএমই পুরস্কার, সেরা লেখক, সেরা কৃষক, উঠান বৈঠক এবং সংস্কৃতিজগতের সেরাদের সম্মাননা—এসব আয়োজনের মাধ্যমে *প্রথম আলো* ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারায় যুক্ত থেকেছে। এই আয়োজনগুলোর নির্বাচিত কিছু ছবি তুলে ধরা হলো পাঠকদের জন্য।

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা | শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী সংবর্ধনা। ফ্যান্টাসি কিংডম, সাভার। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বর্ণমেলা | সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ধানমন্ডি, ঢাকা। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গণিত উৎসব | ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো জাতীয় গণিত উৎসব। সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ক্রীড়া পুরস্কার | সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার। প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা। ৯ আগস্ট ২০২৫

শিক্ষক সম্মাননা | আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা। প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা। ৪ অক্টোবর ২০২৫

বিজ্ঞান উৎসব | বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা। ৩১ অক্টোবর ২০২৫

উঠান বৈঠক | 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার' স্লোগানে গ্রামীণফোনের উদ্যোগে *প্রথম আলোর* সহযোগিতায় উঠান বৈঠক। গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী। ২ ডিসেম্বর ২০২৪

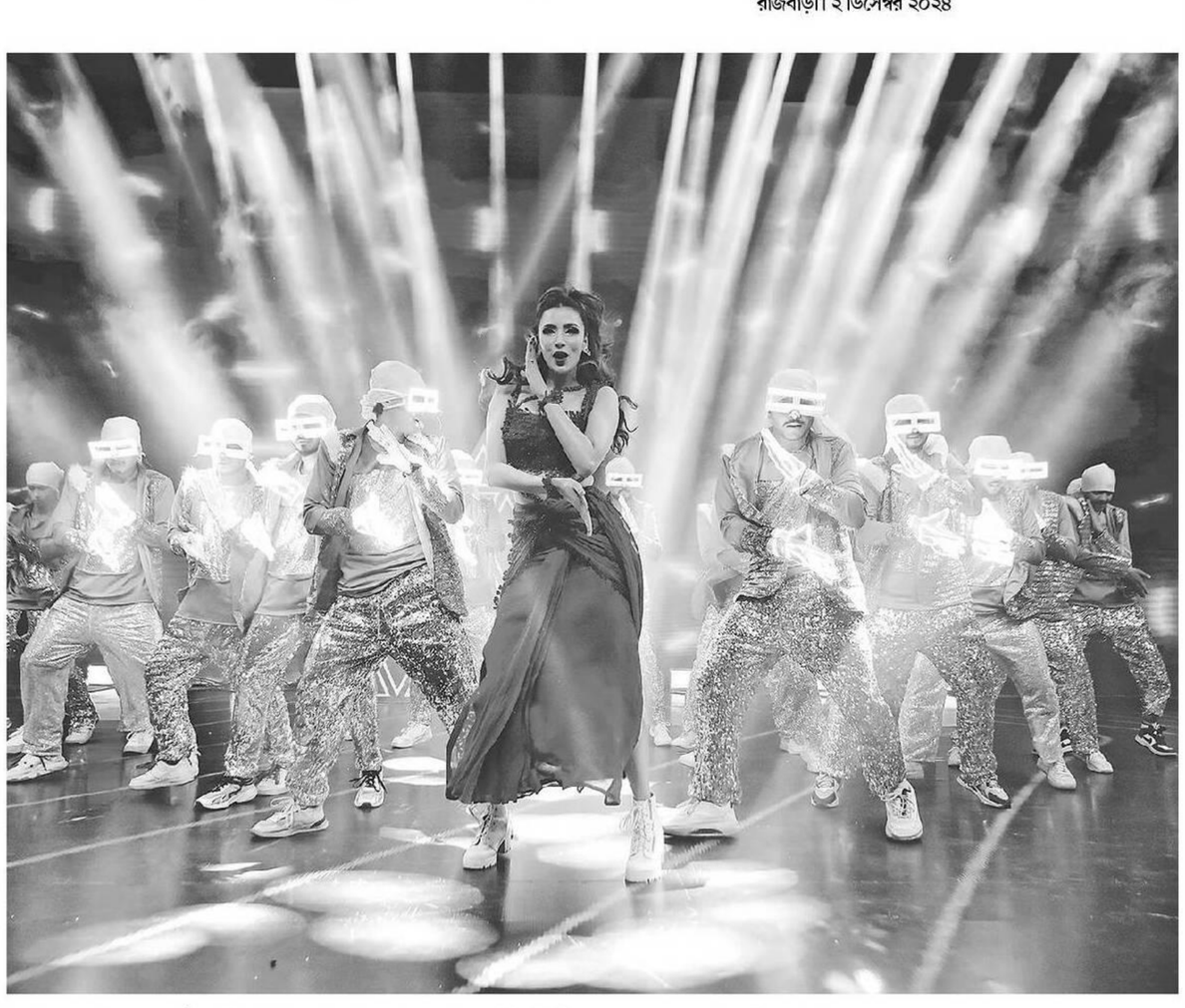

তারকা পুরস্কার | মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার। বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, আগারগাঁও, ঢাকা। ২৩ মে ২০২৫

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH
শেষ পর্ব
বেস্টসেলার নন-ফিকশন

● সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সাতচল্লিশের দেশভাগে গান্ধী ও জিন্নাহ
মুদ্রিত মূল্য : ৪০০
● ফয়জুল লতিফ চৌধুরী
নানা চোখে জীবনানন্দ [মুদ্রিত মূল্য: ৭০০]
● ইমতিয়ার শামীম
মার্কেস : সঙ্গে নিঃসঙ্গে [মুদ্রিত মূল্য: ২০০]
● ফয়জুল ইসলাম
আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার সন্ধানে
মুদ্রিত মূল্য: ৭০০
● আবুল ফজল
-মহাভারতের দেশ [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]
-আড়ে বিভঙ্গে বিচার [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]
● সাহাদাত পারভেজ
আলোকচিত্রপুরাণ [মুদ্রিত মূল্য: ৭০০]
● কে এম মহিউদ্দিন
মন্ত্রিপরিষদ কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সরকার
মুদ্রিত মূল্য: ৭০০
● মাসুদ আলম
মেধাতন্ত্র : দর্শন, সমাজ ও রাজনীতি
মুদ্রিত মূল্য: ৬০০
● কাজী জাহেদ ইকবাল ও সারা হোসেন
বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার : ধারণা ও বাস্তবতা [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]
● সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম
বনের মানুষ মানুষের বন [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]
● বেগম আকতার কামাল
রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা [মুদ্রিত মূল্য: ২০০]
● সালেক খোকন
১৯৭১ রণাঙ্গনের লড়াই [মুদ্রিত মূল্য: ৮০০]
● মোহাম্মদ হাননান
মত দ্বিমত [মুদ্রিত মূল্য: ৫০০]
● মফিজুর রহমান রুন্নু
বাঙালির ধর্ম সংস্কৃতি ও জাতীয়তার সংকট
মুদ্রিত মূল্য: ৬০০
● জ্যোতির্ময় সেন
অভিশপ্ত পৌরাণিক চরিত্র [মুদ্রিত মূল্য: ৫০০]
● জায়েদ ফরিদ
জাদুঘর বিশ্বময় [মুদ্রিত মূল্য: ১০০০]
● রাজু আলাউদ্দিন
পাঠের পরাগায়ন : লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের রং ও রেখা [মুদ্রিত মূল্য: ৮০০]
● আফসানা বেগম
-রোমান সাম্রাজ্য [মুদ্রিত মূল্য: ৬০০]
-রোমান প্রজাতন্ত্র [মুদ্রিত মূল্য: ৬০০]
● রামেন্দু মজুমদার
আমাদের দায় আমাদের প্রত্যাশা
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০
● সরদার ফজলুল করিম
সেইসব দার্শনিক [মুদ্রিত মূল্য: ৩৫০
● ডা. কামরুল আহসান
বার্ধক্যের রোগ ও যত্ন
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০
● আনন্দ অন্তঃলীন
শাসকবিহীন জনগোষ্ঠী : নৈরাজ্যের নৃবিজ্ঞান
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
● সুমন সাজ্জাদ
শব্দরম্য
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০
● সফিক ইসলাম
নারী ও গণিত
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০
● মোহাম্মদ আজম, সাব্বির আজম
চিন্তার মুসিবত : তালাল আসাদের বাতচিত
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
● সিরাজ সালেকীন
গোরস্তানের পদ্য স্মৃতি ও জীবনস্বপ্ন
মুদ্রিত মূল্য: ৬০০
● ভীষ্মদেব চৌধুরী
প্রিয় প্রবন্ধ [মুদ্রিত মূল্য: ৫০০]
● যতীন সরকার
প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা প্রতিভা [মুদ্রিত মূল্য: ৩০০]
● ভূঁইয়া ইকবাল
নির্বাচিত রচনা : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০
● রাজীব সরকার
উগ্রবাদ, ফ্যাসিবাদ ও রবীন্দ্রনাথ [মুদ্রিত মূল্য: ২০০]
● আন্দালিব রাশদী
গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ মারিও বার্গাস ইয়োসা [মুদ্রিত মূল্য: ২৫০]
● বদিউদ্দিন নাজির
বই প্রকাশে লেখকের প্রস্তুতি [মুদ্রিত মূল্য: ৬০০]
● আফসান চৌধুরী
১৯৭১: পাকিস্তান প্রসঙ্গ [মুদ্রিত মূল্য: ৫০০]
● কাজী সাজিদুল হক
আনাগোনা খানাপিনা [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]
● অশোক বিশ্বাস
বাংলাদেশের নদী ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
● তারেক আজিজ
অতীত ঢাকার আশ্চর্য ইতিহাস [মুদ্রিত মূল্য: ৩০০]
● সৌভিক রেজা
নিজের জীবনানন্দ তাহাদের জীবনানন্দ
মুদ্রিত মূল্য: ৪৫০
● হারুন রশীদ
-থাংলিয়ানা: পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ব্রিটিশ কর্মকর্তার রোমাঞ্চকর অভিযান [মুদ্রিত মূল্য: ৫০০]
-চিৎ-তৌৎ-গং : চেনা চট্টগ্রামের অচেনা ইতিহাস [মুদ্রিত মূল্য: ৬০০]
● মুহিত হাসান
১০০ লেখক রঙ্গ [মুদ্রিত মূল্য: ২০০]
● আ-আল মামুন
সিনেমার সাংস্কৃতিক রাজনীতি [মুদ্রিত মূল্য: ৬০০]
● প্রশান্ত মৃধা
হারিয়ে যাওয়া জীবিকা [মুদ্রিত মূল্য: ২৫০]
● সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
নন্দনতত্ত্ব [মুদ্রিত মূল্য: ১৫০]
● স্টিফেন আর কোভি
রূপান্তর আলভী আহমেদ
জীবন বদলে দেওয়া ৭ অভ্যাস [মুদ্রিত মূল্য: ৮০০]
● মো. নূরুজ্জামান
ছোটদের জন্য দর্শন [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]
● আহমদ রফিক
ভাষা আন্দোলন : সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে [মুদ্রিত মূল্য: ২০০]
● মানবর্দ্ধন পাল
শব্দবিন্দু আনন্দসিন্ধু [মুদ্রিত মূল্য: ৫০০]
● ড. মাহবুবুল হক
নজরুল তারিখ অভিধান [মুদ্রিত মূল্য: ৮০০]
● বুদ্ধদেব ঘোষ ও দেবব্রত বিশ্বাস সম্পাদিত
সাতচল্লিশের দেশভাগ [মুদ্রিত মূল্য: ৯০০]
● নূরুল কবীর
দ্বিরালাপ : চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও পূর্বাপর রাজনীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলাপচারিতা [মুদ্রিত মূল্য: ৫০০]
● মফিজুর রহমান রুন্নু
অতঃপর মানুষের ধর্ম [মুদ্রিত মূল্য: ২০০]
● বিরূপাক্ষ পাল
রম্যলোকের সৌম্যসভা
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০
● আরিফ খান
সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০

অফার চলবে নভেম্বরজুড়ে

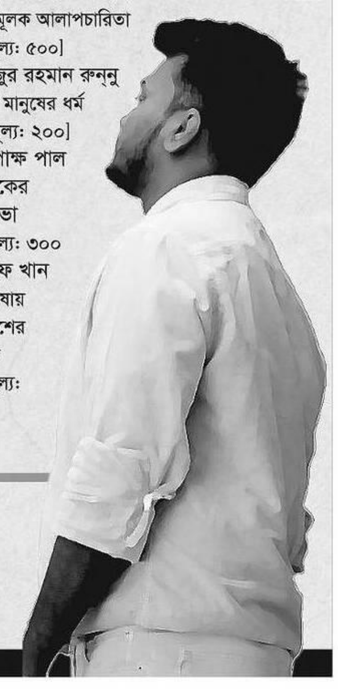

বিজ্ঞাপনটির ছবি তুলে আমাদের WhatsApp করুন, কিংবা হটলাইনে কল করে বুঝে নিন ৩০% ছাড়!
৩০% ছাড়!
WhatsApp/Hotline
01324 25 46 31
অনলাইন অর্ডার
kathaprokash.com
kathaprokash

স্বাস্থ্য বীমা

প্রগতি লাইফের স্বাস্থ্য বীমা নিন
নির্ভাবনায় কাটুক দিন

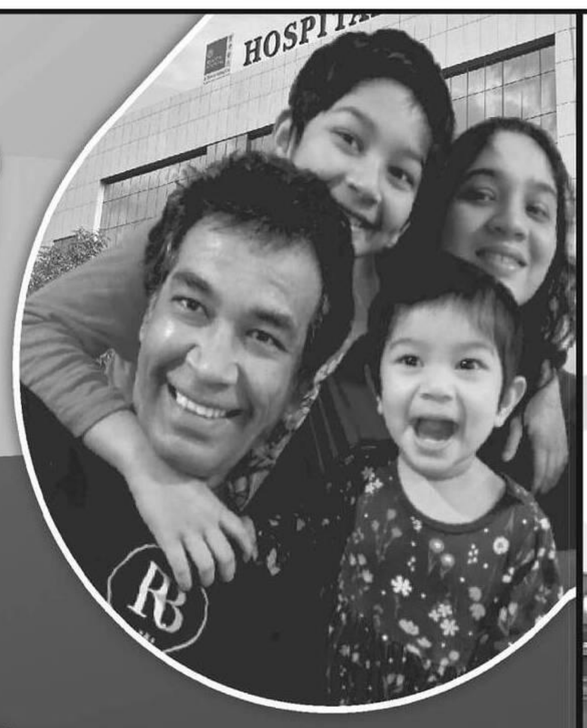

সুবিধাসমূহ

- দেশি-বিদেশি যে কোন হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ
- হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায়
  - রোগ নির্ণয়ের জন্য সকল প্রকার পরীক্ষা
  - ডাক্তারের পরামর্শ ফি
  - অপারেশন খরচ
- হাসপাতাল ভর্তির পূর্বের ১৫ দিনের চিকিৎসা খরচ
- হাসপাতাল ছাড়ার পরের ৩০ দিনের চিকিৎসা খরচ
- অ্যাম্বুলেন্স খরচ
- বীমা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যুবরণে সম্পূর্ণ বীমা অংক নমিনীকে প্রদান
- প্রিমিয়াম এর উপর আয়কর রেয়াত সুবিধা
- দেশব্যাপী ২৫০+ নেটওয়ার্ক হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সর্বোচ্চ ৪৫% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট সুবিধা

সুবিধা	প্যাকেজ - ১	প্যাকেজ - ২
মৃত্যু ঝুঁকি	৫ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকা
হাসপাতালে ভর্তি চিকিৎসা	৫ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকা

বার্ষিক প্রিমিয়াম শুরু ১০,৭৮৫/- টাকা থেকে (বয়স এবং প্যাকেজের ভিত্তিতে)

১৬৭৫২, ০৯৬৭৮৭৭১২০৮
(সকাল ৯টা - বিকাল ৬টা) (রবি -বৃহঃ)

আরো জানতে স্ক্যান করুন

আজীবন বিশ্বস্ত
প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.
প্রধান কার্যালয় ঃ প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

Pragati Insurance Limited

Symbol of Security

প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় অনবদ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মানের সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং "AAA" অর্জন করেছে, যা বাংলাদেশের বীমা শিল্পে এক অনন্য রেকর্ড।

Pragati Insurance Limited made an outstanding record by achieving International standard AAA Credit rating in the non- life Insurance sector in Bangladesh.

Symbol of Security
প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
Pragati Insurance Limited
Tel: +88-02-55012680-2
Web: www.pragatiinsurance.com

ভালো বীজে ভালো ফসল

নতুন উদ্ভাবন-অধিক ফলন
কৃষকের তুষ্টি-ভোক্তার পরিতুষ্টি

প্রান্তিক কৃষকরা হলো পৃথিবীর সর্বাধিক আশাবাদী মানুষ। শীত-গরম, ঝড়-বৃষ্টি কিংবা খরা যাই হোক, একটি ধারাবাহিক চক্রে তাঁরা প্রতি মৌসুমেই শস্য আবাদ করে। আর যতোবারই শস্য রোপন করে, ততোবারই নতুন আশায় বুক বাঁধে। কৃষকদের আশার সাথে লাল তীর সীড সর্বদা নিজেদের অংশীদার মনে করে। কারণ শস্য উৎপাদনের প্রধানতম উপকরণ হলো "বীজ"।

বীজ শিল্প ক্রমাগতভাবে কৃষকদের সাথে এগিয়ে যায়। একটি মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী মৌসুম শুরু হয়। তাই কৃষকদেরকে সদা-সর্বদা যেমন প্রস্তুত থাকতে হয়, তেমনি আমরাও কৃষি উৎপাদনের প্রধান উপকরণ বীজ সরবরাহে প্রস্তুত থাকি। প্রতিবন্ধকতা যাই হোক-খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা বা মহামারী; কৃষকের আশা পূরনে আমরা সদা-সর্বদা প্রস্তুত। আমরা তাদের সহযোগী।

এ মৌসুমে ফলন যাই হোক, কৃষক আবার নতুন আশায় বুক বাঁধে, আগামী মৌসুমে ফলন আরো ভালো হবে। আবহাওয়ার চক্রানুযায়ী আগামী মৌসুম একেবারেই সন্নিকটে।

লাল তীর সীডের প্রজননবিদরা, চৌকস কৌলিসম্পদ ও জীনগত উপাদানের যুক্তিসম্মত উপযোজনের মাধ্যমে নিত্য-নিয়ত নতুন নতুন শস্যের জাত উদ্ভাবনে নিয়োজিত। নতুন জাত উচ্চ ফলনশীল বিধায় কৃষকের কাছে সমাদৃত এবং কৃষকের আশা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত লাল তীর সীড মোট ৩৫ টি শাক-সব্জি ও বিভিন্ন ফসলের মোট ২১৬ টি জাত কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। নতুন এসব উদ্ভাবিত জাতের কোনটা খরা সহিষ্ণু, কোনটা লবন সহিষ্ণু, কোনটা রোগ-জীবানু ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধক; তবে সবগুলোই কৃষকের পছন্দনীয় ও স্বাদে-গন্ধে ভোক্তার নিকট গ্রহণীয়।

আমাদের অভিলক্ষ্য - **"প্রতি শতক জমিতে ফলন হবে বেশি, কৃষক হবে লাভবান এবং ভোক্তা হবে পরিতুষ্ট।"**

Access to Seeds Index
লাল তীর
LAL TEER SEED LIMITED
The First Research-Based ISO 9001:2015 Certified Seed Company in Bangladesh
ISTA

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে দেশের ১ম গবেষণাভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
Reg. 02
লাল তীর

লাল তীর লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট (বিডি) লিমিটেড প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর অনুমোদিত **(রেজিঃ নং ০২)** এবং আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারি সংস্থা আই এস ও (৯০০১ ঃ ২০১৫) অনুমোদন প্রাপ্ত দেশের প্রানিসম্পদের উপর প্রথম গবেষণা ও উন্নয়ন ভিত্তিক বেসরকারি ব্রিডিং কোম্পানি। কোম্পানির মূল কার্যক্রম ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় অবস্থিত। লাল তীর গবেষণা ও উন্নয়ন কল্পে প্রজনন খামার, বুল স্টেশন, সিমেন উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত এবং দেশের কৃত্রিম প্রজনন কর্মিদের মাঝে সিমেন বিপণন করে গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে অবদান রাখছে। কোম্পানি ইতিমধ্যে গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে বিভিন্ন জাতের গরু ও মহিষের বিভিন্ন স্তরের কৌলিক মান ভিত্তিক আবহাওয়া উপযোগী সিমেন উৎপাদন করছে।

২০১০ সাল থেকে লাল তীর গরু ও মহিষের জাত উদ্ভাবনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশি-বিদেশী বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে নিরলসভাবে কাজ করে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখছে। লাল তীর দেশী মহিষের জেনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছে। দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে লাল তীর দেশে ভোক্তার চহিদা, ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত।

লাল তীর লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট (বিডি) লিমিটেড
বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের প্রথম গবেষণাভিত্তিক ISO 9001:2015 সনদ প্রাপ্ত গরু ও মহিষের হিমায়িত সিমেন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান
ময়মনসিংহ: ০১৭৩০০০৪৯৪৮, বগুড়া: ০১৭৩০০০৪৮৩১, যশোর: ০১৭৩০০০৪৮৩৫, চট্টগ্রাম: ০১৭৩০০০৪৮৩৪
০২-৫৮৬ ১০০১২-৮ | Lalteer.livestock | lalteerlivestock@multimodebd.com | www.lalteerlivestock.com

ন্যাশনাল ব্যাংক
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

মাসিক
উপার্জন প্রকল্প

বাড়তি আয়ে প্রিয়জনকে দিন
সবচেয়ে মূল্যবান উপহার

প্রতি লাখে নিশ্চিত আয়

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- মেয়াদ: ১, ৩ ও ৫ বছর
- প্রতি মাসে ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্টে জমা
- সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা*
- স্বয়ংক্রিয় নবায়ন সুবিধা

/NationalBankLimited
www.nblbd.com

আঞ্চলিক ক্রোড়পত্র : বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি

তুহিন সাইফুল্লাহ
সম্পাদক, আঞ্চলিক সংবাদ
প্রথম আলো

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভোলা দেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ জেলা। মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীবেষ্টিত এই জেলা প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি। এখানকার নদীর ঢেউ, সূর্যাস্তের লাল আভা ও বাতাসে দোলানো গাছপালা মানুষকে আকর্ষণ করে। ভোলার গ্রামীণ পরিবেশ, ধানখেত, ফলের বাগান ও নদীর পাড়ের নিস্তব্ধতা প্রকৃতিপ্রেমীদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। কিন্তু যখন সংবাদমাধ্যমের প্রধান মনোযোগ থাকে রাজনীতি, অর্থনীতি, অপরাধ ও দুর্নীতির মতো জটিল ও ভারী বিষয়গুলোর দিকে, তখন ভোলার মতো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা, পাহাড়-নদী-সবুজ গ্রাম কিংবা মানুষের প্রকৃতিসংলগ্ন জীবনযাপনের ছবি পাঠকের কাছে পৌঁছায় না। উঠে আসে না মানুষের সাফল্য ও সংগ্রামের কথা। অথচ বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতির মতোই প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তারা প্রতিদিন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে, ঘুরে দাঁড়ায়। এমন অজানা গল্পগুলোতে আছে জীবনের স্পন্দন।

প্রথম আলোর প্রতিদিনের ছাপা পত্রিকায় আঞ্চলিক সংবাদের জন্য আলাদা পাতা থাকলেও সেখানে এসব অজানা গল্প সব সময় তুলে ধরার সুযোগ থাকে না। প্রতিদিন আমরা ৬৪টি জেলার সংবাদকে ১০টি আঞ্চলিক সংস্করণের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছাই। তবু উপেক্ষিত থেকে যায় জেলা ও উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা বৈচিত্র্যময় কাহিনি।

তাই সমাজ ও জীবনের চলমান কাহিনিগুলোর পূর্ণতা দিতে *প্রথম আলো* উদ্যোগ নেয় আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রের। যেমন : সিলেট শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গত বছর বের হয় 'শহর সিলেট' নামের চার পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র। এটা ছিল সিলেট বিভাগের পাঠকের জন্য। এভাবে পুরো বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে প্রায় পাঁচ বছরে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৩০০ আঞ্চলিক ক্রোড়পত্র। সংবাদপত্রগুলোতে বিশেষ কোনো উপলক্ষে জাতীয় ক্রোড়পত্রের বাইরে অঞ্চলভিত্তিক এমন আয়োজন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রের যাত্রা শুরু

প্রথম আলোর আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রের যাত্রা শুরু ২০২০ সালে। লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, মানুষ ও সংস্কৃতিকে পাঠকের সামনে নতুন করে তুলে ধরা। বাংলাদেশের বহু অর্জনের সঙ্গে যেমন *প্রথম আলোর* নাম গভীরভাবে যুক্ত, তেমনি পাঠকের হাতে আঞ্চলিক ক্রোড়পত্র পৌঁছে দেওয়াটাও এক নতুন অর্জন হিসেবে যুক্ত হয়েছে সেই ধারায়। প্রতিদিনের চলমান সংবাদের ভেতর এই ক্রোড়পত্রগুলো যেন একটুখানি প্রশান্তির নিশ্বাস—যেখানে পাওয়া যায় আশার গল্প, মানুষের মুখে হাসি, আর জীবনের ইতিবাচক স্পন্দন।

আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রের সূচনা হয়েছিল এক কঠিন সময়ে। বিশ্বজুড়ে যখন করোনা মহামারির প্রভাব মানুষের জীবনযাপনকে অনিশ্চয়তায় ফেলেছিল—চারদিকে ছিল ভয়, উদ্বেগ আর অর্থনৈতিক মন্দার ছায়া; ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছিল, জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বহু মানুষের; সেই কঠিন সময়ে, মহামারির প্রথম ধাপের শেষ দিকে *প্রথম আলো* শুরু করেছিল আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রের যাত্রা।

শুরুর দিকের ক্রোড়পত্রগুলো মূলত ছিল করোনাকেন্দ্রিক—মানুষ কীভাবে ভয় ও দুঃসময় পেরিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে, সে গল্পগুলোই স্থান পেয়েছিল সেখানে। কারও জীবিকার নতুন পথ খোঁজার গল্প, কেউ-বা ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি ফেরাতে কীভাবে চেষ্টা করছেন—এসব বিষয় উঠে এসেছিল প্রতিবেদনে। পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের স্থবিরতা কাটানোর উপায় নিয়েও ছিল বিশদ আলোচনা। অর্থাৎ এই আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রগুলো শুধু খবরের সংকলন ছিল না; ছিল দেশজুড়ে আড়মোড়া ভাঙার প্রচেষ্টার এক অনুপ্রেরণাদায়ী প্রতিচ্ছবি। মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও পুনরুদ্ধারের মানসিকতাকেই এগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরেছিল *প্রথম আলো*।

দ্বিতীয় ধাপের আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রগুলোতে *প্রথম আলো* মনোযোগ দেয় দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও স্থানীয় উন্নয়নধারায়। মূল বিষয় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে জেলাগুলোর অবস্থান, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ করণীয়। স্থানীয় উদ্যোক্তা, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন—এসব বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হয় বিশদ প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ। একই সঙ্গে প্রতিটি অঞ্চলের বহুমাত্রিক ঐতিহ্যের অনন্য দিকগুলোও স্থান পায় এই সংখ্যাগুলোতে। যেমন সেরা স্থানীয় খাবার, ঐতিহাসিক নিদর্শন, উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতির নানা দিক তুলে ধরা হয়।

এরপর আসে তৃতীয় ধাপ—২০২১ সালের মার্চ মাসে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এই সময় প্রকাশিত ক্রোড়পত্রগুলোর মূল বিষয় ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা। এর শিরোনাম ছিল যথাযথভাবেই 'জনপদের যুদ্ধ'। প্রতিটি জেলায় তুলে ধরা হয় স্থানীয় পর্যায়ের যুদ্ধের ইতিহাস, গণহত্যার স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী স্থান ও স্মৃতিস্তম্ভ এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের অনুল্লেখিত গল্প। এসব সংখ্যার মাধ্যমে পাঠকেরা তাঁদের নিজস্ব জনপদের বীরত্বগাথা, ত্যাগ ও গৌরবের ইতিহাস নতুনভাবে জানতে পারেন।

শুরুর পর থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কনটেন্টে অনেক পরিবর্তনও এসেছে। পরিবর্তন এসেছে উপস্থাপনেও। পাঠকের আগ্রহ ও সাড়া পেয়ে ক্রোড়পত্রের বিষয়বস্তুও ধীরে ধীরে আরও বহুমাত্রিক হয়েছে। শুরুতে যেখানে মূলত জীবনযাপন ও স্থানীয় উন্নয়ন নিয়ে প্রতিবেদন ছিল, পরে সেখানে যুক্ত হয়েছে জেলা-উপজেলার পাঠাগার, ক্রীড়াঙ্গনের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ।

> সমাজ ও জীবনের চলমান কাহিনিগুলোর পূর্ণতা দিতে *প্রথম আলো* উদ্যোগ নেয় আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রের।

এ ছাড়া ক্রোড়পত্রগুলোতে উঠে এসেছে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের বড় প্রকল্পগুলোর প্রভাব—যেমন পাবনার রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে ঘিরে গড়ে ওঠা নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনজীবনের পরিবর্তন। পদ্মা সেতু চালুর পর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জীবন, অর্থনীতি ও ব্যবসার চিত্র নিয়ে প্রকাশিত হয় একাধিক আঞ্চলিক ক্রোড়পত্র। এতে বিশ্লেষণ করা হয় পদ্মা সেতুর সুবিধা কাজে লাগিয়ে কীভাবে এই অঞ্চলে নতুন শিল্প, পর্যটন ও যোগাযোগের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাঠকেরা এসব আঞ্চলিক ক্রোড়পত্র গ্রহণ করেছেন। তার প্রমাণ প্রকাশের দিনই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে *প্রথম আলোর* প্রচারসংখ্যায় বৃদ্ধি।

শুধু স্থানীয় বিষয় নয়, পরিবর্তনের রেখাচিত্রও

সব মিলিয়ে আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রগুলো শুধু স্থানীয় বিষয়ের সংকলন নয়, এগুলো দেশের পরিবর্তন, উন্নয়ন ও মানুষের সাফল্যের ধারাবাহিক ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

সৃষ্টিশীল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জাতীয় দৈনিকে আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রের সংযোজন কেবল একটি সম্পাদকীয় উদ্যোগ নয়—এটি বর্তমানের নানা চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা সংবাদপত্রশিল্পকে নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এই উদ্যোগের প্রভাব বোঝা যায় তিনটি মূল কারণে।

প্রথমত, বিষয়বৈচিত্র্য—জাতীয় বিষয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এখন পাঠকের সামনে আসছে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের অনন্য গল্প, স্থানীয় মানুষের জীবনযাপন, সাফল্য, সংস্কৃতি ও সম্ভাবনা। এতে সংবাদপত্রের কনটেন্টে নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক পাঠক—যাঁরা এত দিন জাতীয় সংবাদে নিজেদের এলাকার উপস্থিতি খুঁজে পেতেন না, তাঁরা এখন সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন। এতে পাঠকের সঙ্গে সম্পর্কও দৃঢ় হচ্ছে।

তৃতীয়ত, আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন—স্থানীয় ব্যবসা ও উদ্যোক্তাদের জন্য এটি এক নতুন সুযোগ। তাঁরা এখন তাঁদের নিজস্ব অঞ্চলের পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন একটি বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

সব মিলিয়ে *প্রথম আলোর* এই উদ্যোগ সংবাদপত্রশিল্পে এক নতুন দিগন্তের সূচনা। *প্রথম আলোর* এই আঞ্চলিক সাংবাদিকতার মডেল বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। গত মাসে সংবাদ প্রকাশকদের বৈশ্বিক সংগঠন ওয়ান-ইফরায় নতুন প্রজন্মের পাঠক-সম্পৃক্ততা এবং ছাপা পত্রিকায় আঞ্চলিক বিজ্ঞাপনে সৃজনশীলতা—এই দুই ক্যাটাগরিতে *প্রথম আলো* বিশ্বসেরার পুরস্কার পেয়েছে।

গোলটেবিল আলোচনা : অংশীজনকে সঙ্গে নিয়ে

ফিরোজ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক
প্রথম আলো

আমরা সবাই বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। উন্নয়ন এখন শুধু অর্থনৈতিক সূচক নয়, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও ন্যায্যতার মাপকাঠিতেও পরিমাপ করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে অংশীজনদের মধ্যে নিয়মিত গোলটেবিল বৈঠক ও যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন আরও স্পষ্ট হয়েছে। কারণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের মূল দর্শনই হলো লিব নো ওয়ান বিহাইন্ড (কাউকে পেছনে ফেলে নয়)।

আর্থসামাজিক যেকোনো বিষয়ে যত বেশি মুক্ত আলাপ হবে, তত বেশি মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগ তৈরি হবে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দৈনিক পত্রিকা *প্রথম আলো* জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে অংশীজনের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তুলে ধরার লক্ষ্যে নিয়মিত গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের এক মঞ্চে নিয়ে আসা, যাতে তাঁদের অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ ও সুপারিশের মাধ্যমে একটি সম্মিলিত ও কার্যকর দিকনির্দেশনা উঠে আসে।

গত এক বছরে *প্রথম আলো* বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে অর্ধশতাধিক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল : শিশু অধিকার, নারী অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুশাসন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ, মানবাধিকার, তথ্যপ্রযুক্তি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, তারুণ্যের সম্ভাবনা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি। এসব আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটানো এবং সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ।

গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী সংলাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে (এনজিও এবং আইএনজিও) আমরা যৌথভাবে কাজ করে চলেছি। কখনো আমাদের কার্যক্রমের সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যুক্ত হয়েছে, কখনো তাদের কার্যক্রমের সঙ্গে প্রচার-সহযোগী হিসেবে আমরা যুক্ত হয়েছি। *প্রথম আলো* যৌথভাবে যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ইউএন উইমেন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, ওয়াটারএইড, একশনএইড, ব্র্যাক, দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট, ক্রিশ্চিয়ানএইড, কেয়ার, অক্সফাম, সলিডারিডাড, সেভ দ্য চিলড্রেন, সাইটসেভার্স প্রভৃতি। তাদের গবেষণা, মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও বিশেষায়িত জ্ঞান গোলটেবিল বৈঠকগুলোকে বাস্তবমুখী করে তুলেছে। এ ধরনের অংশীদারত্ব প্রমাণ করে যে জাতীয় সমস্যা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি সব পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সব অংশীজনের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রথম আলো গোলটেবিলের আলোচনার বিষয়ে আমরা প্রতিবেদন প্রকাশ করি, ক্রোড়পত্র প্রকাশ করি। অনেক ক্ষেত্রে *প্রথম আলোর* ইংরেজি অনলাইনেও তা প্রকাশ করে থাকি। আমরা বিশ্বাস করি, গণমাধ্যমের এ ধরনের উদ্যোগ নীতিনির্ধারণের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনে, জনমত গঠনে সহায়তা করে এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। গণমাধ্যম হিসেবে *প্রথম আলো* শুধু ঘটনার বিবরণ দেওয়া নয়, বরং জাতীয় সমস্যাগুলোর মূলে প্রবেশ করে কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। গোলটেবিল বৈঠক ও সংলাপের মাধ্যমে উঠে আসা সুচিন্তিত সুপারিশমালা এবং অংশীজনদের পর্যবেক্ষণ নীতিনির্ধারণী মহলে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়, যা দেশের উন্নয়নে নীতিগত পরিবর্তনে প্রভাব ফেলতে পারে।

২.

একটা সময় পর্যন্ত *প্রথম আলোর* গোলটেবিল কার্যক্রম ছিল মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক। আমরা এই উদ্যোগকে রাজধানী ঢাকার বাইরে বিস্তৃত করতে চেয়েছি। কারণ, বেসরকারি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বেশির ভাগ কর্মকাণ্ড ঢাকার বাইরে পরিচালিত হয়।

গত বছরের শেষ দিকে আইসিডিডিআরবির সঙ্গে ঢাকার বাইরে রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনায় চারটি গোলটেবিল বৈঠক করেছি। ওই চারটি অনুষ্ঠানের সাফল্য আমাদের ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠান আয়োজনে সাহস জুগিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরের শুরু থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে গোলটেবিল আয়োজনকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। ইতিমধ্যে ১১টি জেলায় অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, ক্রিশ্চিয়ানএইড, কর্মজীবী নারী ও একশনএইড তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। যুব অধিকার, নারী অধিকার ও সুশাসনবিষয়ক বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডে *প্রথম আলো* যৌথভাবে যুক্ত হয়েছে। কখনো আমরা গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে সংলাপ আয়োজন করেছি। কখনো টাউন হল সমাবেশের মাধ্যমে যুব সংলাপ করেছি। কোথাও আবার রাজনৈতিক নেতাদের অংশগ্রহণে সংলাপ আয়োজন করেছি। ঢাকার বাইরের এসব আঞ্চলিক আয়োজনে নাগরিক সমাজ ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা আমরা দেখেছি, তা অভূতপূর্ব। *প্রথম আলো* ভবিষ্যতে গোলটেবিল বৈঠক ও এ ধরনের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরও ছড়িয়ে দিতে চায়।

মানবিক গল্প : প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে মানুষের কণ্ঠস্বর

কাজী আলিম-উজ-জামান
উপবার্তা সম্পাদক
প্রথম আলো

নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার মহেশপুর গ্রামের রশিদুল ইসলাম (৩৮) রিকশাচালক। জীবনের রং বোঝার জন্য কখনো কারখানায়, কখনো খেতে, কখনো সবজি বিক্রেতা কিংবা নির্মাণশ্রমিকের কাজ করেন। নিয়ম করে প্রতিদিন চার ঘণ্টা পড়াশোনা করেন, মাসে কেনেন দুটি বই। তাঁর মাটির ঘরে আলু-পেঁয়াজের বস্তার পাশে থাকে তলস্তয়, গোর্কির মতো বিশ্বখ্যাত লেখকের বই। কবিতাও লেখেন রশিদুল ইসলাম। এরই মধ্যে বেরিয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ *সেই কালপুরুষ*। প্রকাশের অপেক্ষায় আছে উপন্যাস *গৌরীর পান্তাবেলা*। *প্রথম আলোর* প্রথম পাতায় রশিদুলের এমন গল্প যেন সমাজের প্রান্তিক কণ্ঠের অসীম সম্ভাবনা ও অনুপ্রেরণার আলো ছড়ায়।

সংবাদপত্র কেবল খবরের বাহন নয়, সমাজচিন্তারও প্রতিচ্ছবি। একটি পত্রিকার দর্শন, সংবাদ নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনার ভেতর দিয়েই বোঝা যায়—সমাজের কোন শক্তিকে প্রতিষ্ঠানটি মূল্য দেয়, কোন স্বরকে সামনে আনে। *প্রথম আলো* তার সূচনালগ্ন থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে মানুষের ভেতর, মানুষের আশাবাদ ও সম্ভাবনার ভেতর। কঠিন বাস্তবতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও সমাজে যাঁরা আলো জ্বালিয়ে রাখেন, *প্রথম আলো* তাঁদেরই গল্প বলে। কারণ, ভালো খবর বলা মানে কেবল আশাবাদ ছড়ানো নয়, বরং সমাজের ভিতকে শক্ত করা। *প্রথম আলো* এই কাজ নিয়মিত করে আসছে—একটি সংবাদপত্র হিসেবে, আবার একটি সামাজিক শক্তি হিসেবেও।

প্রথম আলোয় ছাপা 'সুখবর' অথবা 'অন্য খবর'গুলো কৃষি, শিক্ষা, খেলাধুলা এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের অসাধারণ সব অবদানের গল্প সামনে আনে। যেমন দিনাজপুরের আমিনুলের সমন্বিত কৃষি ক্লিনিক কৃষকদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সমাধান ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। কারও লাউগাছের পাতা হলদে হয়েছে, গোড়ায় ধরেছে পচন, কিংবা পাতা কুঁচকে গেছে শিমগাছের, পুকুরের মাছ মরে যাচ্ছে—২৬ বছর ধরে এসব সমস্যার সমাধান দিয়ে চলেছেন আমিনুল ইসলাম।

আমরা আরও জানতে পারি নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার রায়হান মিয়ার গল্প, একটি কম্পিউটার কিনতে চাওয়ায় যাঁর বাবাকে বেচতে হয়েছিল তিনটি বসতঘরের একটি। ফ্রিল্যান্সিং করে সেই রায়হানই পরে হন কোটি টাকার মালিক।

আমরা বলি রাজশাহী শহরের শেখ মনিরুল আলমগীর ক্রীড়া পাঠাগার ও সংগ্রহশালার কথা, ১৯৯৭ সাল থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা যে পাঠাগার এখন ক্রীড়া প্রকাশনার একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা।

যখন আমরা *প্রথম আলোয়* ঠাকুরগাঁও সদরের সানজিদা, শারমিন, রুপিয়া, রাশিদাদের লড়াই আর সংগ্রামের গল্প প্রকাশ করি, পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও খুব আনন্দ হয়। অজপাড়াগাঁয়ে জন্ম এই মেয়েদের। এখন তাঁরা খেলছেন জাতীয় পর্যায়ে। কেউ হকি, কেউ রাগবি, কেউবা বাস্কেটবল, আর্চারিতে। তিল তিল করে এই মেয়েদের যিনি গড়ে তুলেছেন, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সালন্দর উচ্চবিদ্যালয়ের শরীরচর্চার সেই শিক্ষক মাসুদ রানার প্রতি অন্য রকম শ্রদ্ধাবোধ চলে আসে।

এই খবরগুলো শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়, বরং সমাজের সংগ্রাম, সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। এই গল্পগুলো তুলে ধরে *প্রথম আলো* সমাজের প্রতিটি স্তরের কণ্ঠকে গুরুত্ব দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, দিনাজপুরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রূপান্তর বা চিরিরবন্দরে আবাসিক স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষার আলো ছড়ানো শিক্ষার প্রতি সমাজের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। এ ছাড়া ময়মনসিংহের কৃষক আবু হানিফার হারানো ধানবীজ সংরক্ষণের নেশা কিংবা ফুলবাড়িয়ার হোগলাপণ্যের বিদেশে চাহিদার গল্প ব্যক্তিগত আগ্রহ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে অবদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এমনকি বগুড়ার আদমদীঘি রেলস্টেশনে পাঁচ বছর ধরে অনাহারী ও নিরন্ন মানুষের মুখে আহার তুলে দিচ্ছেন যিনি, সেই আজিজুল হক ওরফে রাজা, গরিবের রাজা হিসেবে আজ যাঁর পরিচিতি, তাঁকে তুলে ধরতে পেরে সমাজের জমিতে মানবিকতার বীজই যেন বপন করে *প্রথম আলো*। আমাদের এমন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

> *প্রথম আলো* তুলে ধরে সেসব গল্প, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রতিকূলতার মধ্যেও আশা বাঁচিয়ে রাখা যায়।

২.

শেষ পাতায় 'পাঠকের লেখা' *প্রথম আলোকে* দিয়েছে এক বিশেষ স্বর। এই ধারার মাধ্যমে পাঠক কেবল গ্রহীতা নয়, হয়ে উঠেছেন অংশীদার। পাঠকের নিজের জীবনের বা চোখে দেখা সত্যিকারের গল্প; আনন্দ বা সফলতায় ভরা কিংবা মানবিক, ইতিবাচক বা অভাবনীয় সব ঘটনা ছাপা হয় এই বিভাগে। পত্রিকার সঙ্গে পাঠকের এই যুক্ততা এরই মধ্যে ৭১ পর্ব পেরিয়েছে। করোনাকালে বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বুয়েট ছাত্রীর অনুভূতি কিংবা ইংল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বাড়ি ঘুরে আসা, আজিমপুর, গ্রিন রোড ও ধানমন্ডির হারানো সৌন্দর্য, ঢাকা থেকে অনেক বছর পর নিজ শহরে গিয়ে স্কুল-কলেজের বন্ধুদের একে একে চলে যাওয়ার খবর জানা, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে স্কুল পালানোর দিনগুলোর কথা কিংবা লাউ-শোল মাছ, শিম দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল, চিতল মাছের কোপ্তা, মাছের ঝোলে ডালের বড়ি, বেগুন-খাসি, কচুর লতি দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা—মায়ের হাতের সেসব রান্নার গল্প।

পাঠকের প্রতিটি লেখার সঙ্গে মাসুক হেলাল, আরাফাত করিম কিংবা এস এম রাকিবুর রহমানের ইলাস্ট্রেশন যোগ করে এক অনন্য নান্দনিক মাত্রা, যা লেখার ভাবকে আরও গভীর ও পরিপূর্ণ করে তোলে। সব মিলিয়ে 'পাঠকের লেখা' হয়ে ওঠে জীবনের বহুরঙা চিত্রপট।

৩.

প্রথম আলো অনলাইনে রয়েছে দুটি অনন্য বিভাগ—'নাগরিক সংবাদ' ও 'দূর পরবাস'। দেশের পাঠকের জন্য নাগরিক সংবাদ আর প্রবাসে থাকা পাঠকের জন্য দূর পরবাস। এই দুটি বিভাগ পাঠকের অংশগ্রহণে প্রতিদিন সমৃদ্ধ হয়। পাঠকের পাঠানো লেখা, ছবি, ভ্রমণকাহিনি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড কিংবা প্রবাসে বাংলাদেশিদের সাফল্যের গল্প—সবই স্থান পায় এখানে। শিক্ষক দিবস, বন্ধু দিবস, মা দিবস, বাবা দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে পাঠকের কাছ থেকে আহ্বান করা হয় লেখা। যুক্তিনির্ভর বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে সেগুলো প্রকাশিত হয়।

নাগরিক সংবাদ ও দূর পরবাস কেবল সংবাদ প্রকাশের নতুন পদ্ধতি নয়; এটি একধরনের সামাজিক আন্দোলন। এখানে নাগরিকেরা নিজেরাই হয়ে ওঠেন সংবাদ প্রেরক ও সময়ের সাক্ষী। তাঁদের চোখে ধরা পড়ে জীবনের বহু অজানা রং, সমাজের নীরব পরিবর্তন।

প্রথম আলো সংগ্রামী মানুষের প্রতিটি স্বপ্নের সঙ্গী। *প্রথম আলো* তুলে ধরে সেসব গল্প, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রতিকূলতার মধ্যেও আশা বাঁচিয়ে রাখা যায়। পাঠকের কলমে, নাগরিকের কণ্ঠে, প্রবাসীর স্মৃতিতে *প্রথম আলো* যেন গড়ে তুলেছে এক সেতু, যেখানে সংবাদ শুধু তথ্য নয়, একটি সম্ভাবনার আলোকবর্তিকা। এই যাত্রায় *প্রথম আলো* প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রতিটি গল্পে, প্রত্যেক পাঠকের সঙ্গে।

GoldMark®
নিখাদ স্বাদ
পপস
বিস্কুট
কুড়মুড়ে বাইটে
ফুরফুরে লাইফ
Lemon & Ginger
fb Page/GoldMarkFoods
ranifood.com.bd

New Zealand Dairy
DIPLOMA
Instant Full Cream Milk Powder
অভিনন্দন
প্রথম আলো
সফলতার স্বাদ
২৭ বছর ধরে
DIPLOMA
Instant Full Cream Milk Powder
ইন্সট্যান্ট ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার
Vitamin A & D Enriched
500g b
দীর্ঘ ২৭ বছরের পথচলায়
ডিপ্লোমা পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথম আলোকে আন্তরিক শুভেচ্ছা

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক
মোবাইল ব্যাংকিং
রকেট
দেশের প্রথম
মোবাইল ব্যাংকিং
ROCKET
রকেট
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং
Mobile No.
01XXXXXXXX
PIN
PIN
LOG IN
ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং
তাই নিরাপদ ও কম খরচে লেনদেন করতে
আছে আপনার সাথে
ROCKET
রকেট
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং
টাকার রকেট
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক
আপনার বিশ্বস্ত সহযোগী

নারী, শিশু, জেন্ডার সংবেদনশীলতায় এগিয়ে

নাজনীন আখতার
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রথম আলো

ঘটনাটি ২০২৫ সালের ১৩ মার্চের। রাত ৯টা-সাড়ে ৯টা হবে। উপসম্পাদক লাজ্জাত ভাই (লাজ্জাত এনাব মহছি) ডাকলেন। মাগুরার শিশুটির মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে কোন ছবি যাওয়া উচিত, সেটা নিয়ে মতামত চাইলেন। পরদিন পত্রিকায় খবরটি প্রধান প্রতিবেদন হিসেবে ছাপা হবে। মাগুরার শিশুটির কথা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। এ বছরের ৫ মার্চ যৌন নির্যাতন, গলায় ফাঁস ও বুকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ৮ বছরের শিশুটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। শিশুটিকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় প্রধান আসামি শিশুটির বোনের শ্বশুরের বিরুদ্ধে ১৭ মে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন মাগুরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনার আধিক্যের মধ্যে খুব কম ঘটনাই স্ফুলিঙ্গ হয়ে ওঠে। মাগুরার শিশুটি ছিল সে রকম খুব কম ঘটনার একটি। রাজধানী ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত টানা কয়েক দিন এ নিয়ে খবর সংগ্রহ করেছিলাম আমি। মৃত্যুর খবরটি অনলাইনে *প্রথম আলো* ‘ব্রেক’ (প্রথম প্রকাশ) করে। দুপুর থেকে হাসপাতাল ও মর্গে ছোটাছুটি, শিশুটির মা ও স্বজনদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে হৃদয়পোড়া কষ্ট নিয়ে অফিসে এসে প্রতিবেদন লিখেছিলাম।

লাজ্জাত ভাই সেদিন আমাকেসহ ওই সময়ে অফিসে উপস্থিত সহকর্মী মানসুরা হোসাইন ও লিপি রানী সাহাকে ডেকে নেন ফটো বিভাগের প্রধান খালেদ সরকার ভাইয়ের ডেস্কে। বিভিন্ন অনলাইন ও টেলিভিশন চ্যানেলে সন্ধ্যা থেকেই প্রচার হচ্ছিল শিশুটির কফিনের সামনে ক্রন্দনরত মা ও স্বজনদের ছবি-ফুটেজ। লাজ্জাত ভাই আমাদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। আমরা তিনজন একবাক্যে বললাম, ‘ভুক্তভোগীর মায়ের স্পষ্ট ছবি কোনো অবস্থাতেই দেওয়া যাবে না।’ আমাদের কথা শোনা হলো। পরদিন পত্রিকায় চার কলামে ‘মাগুরার শিশুটিকে বাঁচানো গেল না’ শিরোনামে প্রতিবেদনটি ছাপা হলো ক্রন্দনরত মায়ের মুখটি ঝাপসা করে দিয়ে।

এটাই একমাত্র ঘটনা হয়। নারী, শিশু, জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিবেচনায় *প্রথম আলোয়* নারী সংবাদকর্মীদের মতামত চাওয়ার এই চর্চা রয়েছে। ধর্ষণের বহু পুরোনো দু-একটি আলোচিত ঘটনায় নাম প্রকাশের প্রচলন (যেমন ১৯৯৫ সালে ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা) থাকলেও বাকি ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, শিশু আইন এবং নিজস্ব সাংবাদিকতা নীতিমালা মেনে ভুক্তভোগীর পরিচয় গোপন রেখে সংবাদ প্রকাশ করে *প্রথম আলো*। ফলে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠা মাগুরার শিশুটির নাম যখন বিক্ষোভ-স্লোগানে, স্ক্রিনের টক শো আর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও কলামে প্রকাশ হচ্ছিল, তখনো *প্রথম আলো* ‘মাগুরার শিশু’ পরিচয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

এত নিয়ম মানা সম্ভব নাকি?

প্রথম আলোর বয়স ২৭ বছর। শুরুর সময়ে যখন ভাবা হতো প্রতিবেদন তৈরিতে এত এত নিয়ম মানা সম্ভব নাকি? তখন *প্রথম আলো* তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে। সুসাংবাদিকতা, সৃজনশীলতা, জনমুখিতা, বদলের সহযোগী ও সংহতি—পাঁচটি মূল্যবোধ নিয়ে ২০১০ সালে তৈরি করেছে ‘সাংবাদিকতা নীতিমালা’। ২০১৩ ও ২০১৯ সালে এই নীতিমালা হালনাগাদ করা হয়।

প্রথম আলোর বার্তাকক্ষে সাড়ে ৯ বছর আগে যখন যোগ দিই, তখন হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ‘সাংবাদিকতা নীতিমালা’ এবং ‘প্রথম আলো ভাষারীতি’। ১০ বছর আগে একটি লিখিত নারী নীতিমালাও করা হয়েছিল। নারী নীতিমালাটি হালনাগাদ করে প্রকাশ করা হয় ২০১৯ সালে। একই সময়ে তৈরি করা হয় শিশু নীতিমালা। এর কিছু পরে তৈরি হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে *প্রথম আলো* কর্মীদের দিকনির্দেশনা। কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালে হাইকোর্ট একটি নির্দেশনা জারি করেন। গত বছরের জুন মাসে জানতে পারলাম, হাইকোর্টের সেই নির্দেশনা মেনে অফিসে গঠন করা হয়েছে ‘কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধবিষয়ক কমিটি’। সিডিয়াস্টার লিমিটেডের অধীন *প্রথম আলো*, *কিশোর আলো*, *বিজ্ঞানচিন্তা*, প্রথমা, প্রথমা ডটকম, প্রথম আলো ট্রাস্ট, চরকিসহ সব সহযোগী সংগঠন এ কমিটির কাজের আওতায় রয়েছে। সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো কাঠামোগতভাবে সুগঠিত নয়—এমন বদনাম রয়েছে। তবে *প্রথম আলোয়* যোগ দেওয়ার আগে জানতাম এই প্রতিষ্ঠান নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলায় সুগঠিত ও অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। তবে সুগঠিত থাকার মাত্রা যে এত উঁচু পর্যায়ে, তা জানতাম না।

> যখন নতুন কেউ যোগ দেন *প্রথম আলোয়*, তখন পরিচিতি অনুষ্ঠানে তাঁকে এসব নীতিমালা সম্পর্কে জানানো হয়।

ভালো চর্চার উদাহরণ

আমার কাজের ক্ষেত্র—নারী, শিশু, লিঙ্গভিত্তিক (জেন্ডার) সমতা। ফলে এ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলোয় অফিস থেকে সাধারণত আমি যাই। এসব অনুষ্ঠানে গেলে অনেক সময় আলোচনায় উঠে আসে সংবাদমাধ্যমে নারী ও শিশু নীতিমালার প্রসঙ্গ। বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে, নারী ও শিশু নীতিমালা রয়েছে এমন সংবাদমাধ্যমের নাম এক হাতের কড়ে গুনে বলা যায়। সেই অল্প কয়েকটির মধ্যে সবার আগে উচ্চারিত হয় *প্রথম আলোর* নাম।

কিছু তথ্য দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ২০২২ সালে সুইডেনের ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) জেন্ডার ইক্যুইটি অ্যান্ড মিডিয়া রেগুলেশন স্টাডি, বাংলাদেশ (জেন্ডার সমতা ও গণমাধ্যম-সংক্রান্ত আইন ও নীতি পর্যবেক্ষণ, বাংলাদেশ) প্রকাশ করে। গবেষণাটির নেতৃত্ব দিয়েছেন সাংবাদিক ও প্রশিক্ষক কুররাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৮টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, মাত্র পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতা-সম্পর্কিত লিখিত নীতিমালা আছে। আরও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে মৌখিক নীতিমালা আছে। *প্রথম আলোতে* নারীবিষয়কসহ তিনটি লিখিত নীতিমালা রয়েছে। সংবাদ প্রকাশের আগে নিয়মিত আলোচনা ও সংবাদ প্রকাশের পর মূল্যায়ন—এ দুটো দিক উল্লেখ করে ভালো চর্চার উদাহরণ হিসেবে সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু *প্রথম আলো* সম্পর্কে মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, যখন নতুন কেউ যোগ দেন *প্রথম আলোয়*, তখন পরিচিতি অনুষ্ঠানে তাঁকে এসব নীতি সম্পর্কে জানানো হয়। পেশাগত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে প্রতিষ্ঠানে। যখন বড় ধরনের সংবেদনশীল বিষয় বিশেষ করে নারীর বিষয় আসে, তখন সংবাদ ব্যবস্থাপকেরা সভা করে কীভাবে নৈতিকতা মেনে সংবাদ প্রকাশ করা হবে, সে সিদ্ধান্ত নেন। সেটা প্রতিবেদক ও সহসম্পাদকদের জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রয়োজনে গভীর রাতেও সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন ও বার্তা পরামর্শক কুররাতুল-আইন-তাহ্‌মিনার সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া হয়।

প্রথম আলোয় মাতৃত্বকালীন ছয় মাসের ছুটি দেওয়া হয়। রাতের পালায় কাজ করার পর অফিসের নিজস্ব বাহনে বাড়িতে পৌঁছাতে পারি। অনেক সময় অ্যাসাইনমেন্টে কাজের ফাঁকে আড্ডায় অন্য সংবাদমাধ্যমের নারীদের বেতনবৈষম্যের কথা শোনা হয়। ওয়েজ বোর্ডে চলা *প্রথম আলো* বেতনবৈষম্যমুক্ত। সংবাদ প্রকাশে যেমন জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তেমনি এ-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করা হয় গুরুত্বের সঙ্গে। নারী ও শিশুর খবর তুলে আনতে প্রতিবেদকের চাহিদা অনুযায়ী পাঠানো হয় ঢাকার বাইরে।

এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিবেদন তৈরিতে মার্চে যশোর এবং তৃণমূলের নারী ও শিশুর কথা তুলে আনতে সেপ্টেম্বরে গিয়েছিলাম সাতক্ষীরা। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রতিবেদন, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান ও সফল নারীদের নিয়ে বিশেষ সাময়িকী প্রকাশ করা হয়।

এ বছরের একটি ঘটনা না বললে লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো আগের মতো জাতীয় সংসদে নারীর জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন ও আগামী জাতীয় নির্বাচনে ৫ শতাংশ মনোনয়ন দিতে সম্মত হয়। সে সময় আমাকে ফোন করে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী জানান, তাঁরা ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আলোচনা সভা করবেন এবং সাংবাদিক হিসেবে আমরা নারী বিষয়ে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারি, জানতে চান। বিষয়টি সম্পাদক মতি ভাইকে (সম্পাদক মতিউর রহমান) জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুমি আপাকে (সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন) দায়িত্ব দিলেন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য। এ বিষয়ে ৯ আগস্ট *প্রথম আলো* আয়োজন করে গোলটেবিল বৈঠক। এতে অংশ নেন প্রবীণ ও নবীন নারী অধিকারকর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের একজন সদস্যও অংশ নিয়েছিলেন। একই দিন প্রথম পাতায় ছাপা হয় ‘সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি ভোটে বাধা রাজনৈতিক দলগুলো’ শিরোনামের বিশেষ প্রতিবেদন। গোলটেবিল বৈঠক ও সংবাদ আলোচিতও হয়।

আছে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা

দেশে তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকা আছে ৫৮৪টি। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা ৫২ (৩৬টি পূর্ণ সম্প্রচারে)। এই শত শত সংবাদমাধ্যমের ভিড়ে ‘হাতে গোনা’র মধ্যে থাকতে পারার মধ্যে একধরনের আত্মশ্লাঘা তো থাকেই। তবে প্রথম আলোর কিছু খাতিই যে নেই, তা নয়। ফোয়ো ইনস্টিটিউট-এমআরডিআই ১৪টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের তথ্য দিয়ে গবেষণায় বলেছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মী মাত্র ১০ শতাংশ এবং নারী প্রতিবেদকের হার মাত্র ৬ শতাংশ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রয়েছেন মাত্র ১৪ শতাংশ নারী। *প্রথম আলো* এর বাইরে নয়। তবে *প্রথম আলোতে* থাকার সুবাদে জানি, এই ঘাটতিগুলো পূরণের চেষ্টাও রয়েছে কর্তৃপক্ষের। কারণ, *প্রথম আলো* বিশ্বাস করে, প্রতিষ্ঠানে নারীর কণ্ঠ জোরালোভাবে না থাকলে সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর কথা বাদ থেকে যাবে।

প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক প্রয়াত হেলেন টমাসের একটি লাইন দিয়ে লেখাটি শেষ করছি। ২০০৫ সালে হার্ভ্ট নিউজপেপার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নারী হিসেবে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘পেশাগত ক্ষেত্রে সব জায়গায় এখনো নারীর প্রতি প্রকৃত বৈষম্য আছে, অনেক যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে, তবু কিছু লড়াই বাকি রয়েছে।’

সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বন্ধুসভার গঠনতন্ত্রে বিশ্বাসী ১৩ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তি বন্ধুসভার সদস্য হতে পারেন।

বন্ধুসভা

যাত্রা শুরু ১১ নভেম্বর ১৯৯৮

কত বন্ধুসভা

- সারা দেশে জেলা-উপজেলায় **১৪৩**টি বন্ধুসভা রয়েছে।
- দেশের বাইরে বন্ধুসভা : **কাতার, চীন** ও **অস্ট্রেলিয়া**।
- দেশ-বিদেশে লক্ষাধিক বন্ধু নিয়ে কাজ করছে বন্ধুসভা।

বন্ধুসভার কার্যক্রম

- ত্রাণ বিতরণসহ নানামুখী সামাজিক কার্যক্রম।
- বিভিন্ন দুর্যোগে প্রথম আলো ট্রাস্টের সহায়তায় দেশব্যাপী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা।
- *প্রথম আলোর* আয়োজনে সহায়তা।

তারুণ্যের সংহতি : বন্ধুসভা

জাফর সাদিক

সভাপতি, বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ

যদি জেঁকে বসে কভু তিমির কালো
জেনে রেখো তবে,
বন্ধুরা আছে, জ্বালাতে দীপ্ত আলো।

বন্ধুসভা হলো আলোকোজ্জ্বল সেই দীপ্তির নাম, হার না মানা সব তরুণ প্রাণ। যদি সংহতি হয় হাতে রাখা হাত, কিংবা সমস্বরের তেজ তবে বন্ধুরা সেই হাত আর স্বরের সম্মিলনে এক অচিন্তনীয় শক্তি। তারুণ্যের আকরে ভরপুর বন্ধুসভা লেখে আশার গল্প, ছড়ায় ইতিবাচকতার নান্দনিক সুর। মানবিক এক মহতী সম্মিলনের উৎস আর আত্মোন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের প্রতি দায় শোধের সুতীব্র বাসনার বাস্তব রূপান্তর বন্ধুসভা।

২৬ বছরের পথচলায় যদি শুধু শেষ দুই বছরের দিকেই তাকাই, দেখি বছরজুড়ে নানা অস্থিরতা আর শঙ্কার ফাঁক গলে দেশের প্রতিটি কোণেই আছে বন্ধুদের ছোঁয়া, আছে তাঁদের সহানুভূতি আর সহমর্মিতার কোমল পরশ।

এই যেমন ২০২৪-এর উত্তাল জুলাই-আগস্টে বন্ধুসভার প্রত্যেক বন্ধুর চিন্তায় ছিল শুধুই স্বদেশ। নিজেদের সব ভুলে, কেন্দ্রীয় নির্দেশনার অপেক্ষায় না থেকে, নিজেদের মতো করে দেশ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন বন্ধুরা। ৫ আগস্ট-পরবর্তী অনিশ্চিত সময়ে অন্য সব তরুণের মতো বন্ধুরাও রাস্তায় নেমে ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করেছেন, ধর্মীয় উপাসনালয় পাহারা দিয়েছেন, পরিষ্কার করেছেন শহর-বন্দর, রাস্তায় নামা অন্য সব তরুণের হাতে তুলে দিয়েছেন পানি ও খাবার।

দুর্যোগে মানুষের পাশে

গত বছর প্রলয়ংকরী বন্যায় বন্ধুসভার বন্ধুরা প্রথম সাড়াদানকারীদের মধ্যে ছিল অন্যতম। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানুষ যখন দিশাহারা, তখন শত শত বন্ধু এক হাতে ত্রাণ, অন্য হাতে আশার আলো নিয়ে পানিতে নেমে পড়েন। কেউ খাবার পৌঁছে দেন, আবার কেউবা ওষুধ! স্যানিটারি ন্যাপকিন থেকে শিশুখাদ্যসামগ্রী বিতরণ কিংবা সরাসরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা—কোনো কিছুতেই পিছিয়ে ছিলেন না বন্ধুরা। জাতীয় পর্ষদের পক্ষ থেকে অন্তত ১১ হাজার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় ১১ টন খাদ্যসামগ্রীসহ নানা উপকরণ। আয়োজন করা হয় ১ হাজার ২০০ মানুষ ও ৪০০ গবাদিপশুর জন্য মেডিকেল ক্যাম্প।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে দেশের নানা প্রান্তে লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণ করেন বন্ধুরা। বৃক্ষরোপণের নিয়মিত কর্মসূচি হয়ে ওঠে শহীদদের প্রতি সম্মান জানানোর ভাষা। পরের বছর আরও সোয়া লাখ চারাসহ দুই বছরে প্রায় আড়াই লাখ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে তারুণ্যের সেলবন্ধন তৈরি করেন বন্ধুরা। একেকটি চারা শুধু একটি গাছই নয়, বরং একেকটি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

ঈদে সহমর্মিতা

আবার প্রতিবছর পবিত্র রোজার ঈদে সহমর্মিতার ঈদ কর্মসূচিতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে নতুন পোশাক আর তাদের পরিবারের জন্য খাদ্যসামগ্রী উপহার দেন বন্ধুরা। গত দুই বছরে দেশব্যাপী ৯ হাজার শিশুকে নতুন পোশাক এবং ১০ হাজারের বেশি পরিবারকে খাদ্যসামগ্রীসহ প্রায় ৭৫ লাখ টাকার উপহারসামগ্রী প্রদান করেন বন্ধুসভার বন্ধুরা। শুধু ঈদই নয়, দুর্গাপূজায়ও একই কর্মসূচি পালন করে অনেক বন্ধুসভা।

আত্মোন্নয়ন

স্বেচ্ছাসেবা আর পরিবেশসচেতনতাই নয়, আত্মোন্নয়নেও বন্ধুসভা এখন এক অনন্য শক্তির নাম। বছরজুড়ে দক্ষতা উন্নয়নে দেশ ও দেশের বাইরের বন্ধুরা আয়োজন করছেন নানা কর্মশালা-প্রশিক্ষণ। অংশ নিচ্ছেন জাতীয় পর্ষদ আয়োজিত উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট, পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং, দেশের বাইরে পড়তে যাওয়া, প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার, ইংরেজি শিক্ষা, লেখালেখি, যোগাযোগ, নেতৃত্ব, বিতর্কসহ বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মশালায়। এসব কর্মসূচিতে বন্ধুসভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন দূতাবাস, ইউএনডিপি, টিআইবি, ব্র্যাক, আইডিপি বাংলাদেশ, মোবাইল ব্র্যান্ড অনার, দেশি ফুডস, ইস্পাহানিসহ দেশ ও বিশ্বসেরা সব প্রতিষ্ঠান।

অনলাইনেও টেক শোর মধ্য দিয়ে বন্ধুরা জানছেন প্রযুক্তি খাতের নানা সম্ভাবনা আর ডিজিটাল দুনিয়ার বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মের গল্প। বইমেলায় নিজেদের লেখা বই নিয়ে আলোচনার জন্য প্রতিবছর 'বন্ধুর বই লাইভ'-এ লেখক, কবি, পাঠকেরা একত্র হচ্ছেন, চিন্তার আলোয় স্নাত হচ্ছে হাজারো তরুণ প্রাণ। বিতর্ক ও বিতর্কবিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করে যুক্তিবাদী তারুণ্য গঠনে নিজেদের প্রত্যয় জানিয়ে দেন বন্ধুরা। বিশেষ করে নারী দিবসে প্রতিবছর বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন নারীদের কথা বলার অসাধারণ এক প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। যেমন করে দেশব্যাপী বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে তরুণ কণ্ঠশিল্পীদের নতুন প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে বন্ধুসভা।

কাগজের বই পড়ায় যখন ভাটার টান, তখন দেশব্যাপী হাজারের বেশি পাঠচক্র আয়োজন করে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি আর পাঠের মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার তেজোদীপ্ত সংকল্পে বলীয়ান হয়েছেন বন্ধুরা। শুধু নিজের নয়, বরং অন্যের পাঠাভ্যাস গঠনে সারা দেশে ৩০টির বেশি বইমেলার আয়োজন করেছেন বন্ধুরা। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী কিংবা আড্ডা, নানা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস কিংবা ঋতুভিত্তিক উৎসব উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কথাই বলেন বন্ধুসভার বন্ধুরা। আর কে আছে বন্ধুদের মতো, যাদের মননে, মেধায়, স্মরণে, প্রেরণায় শুধুই বাংলাদেশ!

তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও কাজ করছে বন্ধুসভা। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন ও পরামর্শমূলক সভার আয়োজন করা হয়।

জয় হোক তারুণ্যের

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষেও বন্ধুরা যুক্ত হন ভালো কাজের লড়াইয়ে। কেউ অসহায় পরিবারের হাতে তুলে দিচ্ছেন সেলাই মেশিন, কেউ দিচ্ছেন গবাদিপশু, কেউ তৈরি করে দিচ্ছেন নতুন দোকানঘর আবার কেউবা তুলে দিচ্ছেন আস্ত বসতবাড়ি! শিশুদের জন্য কোনো বন্ধুসভা স্কুল করছে তো আরেক বন্ধুসভা উপহার দিচ্ছে শিক্ষাসামগ্রী। এভাবেই বন্ধুরা একে অন্যের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন সুন্দর এক ভবিষ্যতের দিকে। তারুণ্যের সংহতিতে সতেজ প্রাণে লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে একই সুর—বন্ধু মানেই সংহতি, বন্ধু মানেই ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে এক ধাপ অগ্রগতি। জয় হোক *প্রথম আলোর*, জয় হোক বন্ধুসভার, জয় হোক তারুণ্যের।

সিটিজেন্‌স ব্যাংক
আজ · আগামী · একত্রে

সকল নাগরিকের আস্থা ও নির্ভরতায় দেশের অন্যতম ব্যাংক হয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়

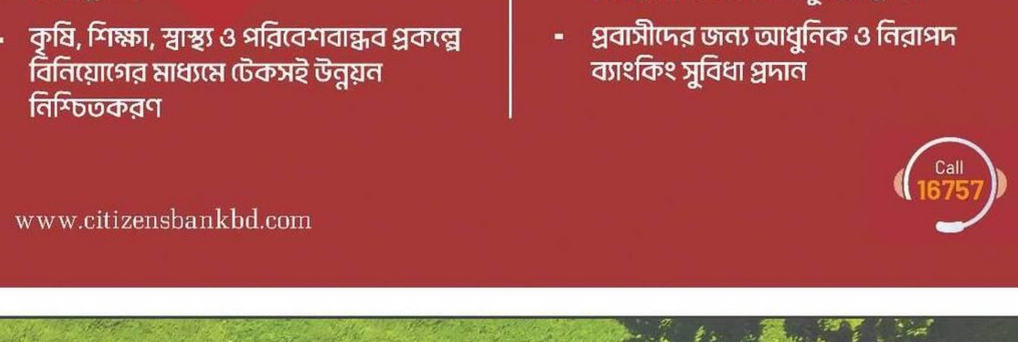

আমাদের অঙ্গীকার:

- গ্রাহকদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা প্রদান
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাংকিং সেবা প্রদান
- কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সর্বস্তরের নাগরিকদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান
- গ্রাহকের তথ্য ও সম্পদের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান
- প্রবাসীদের জন্য আধুনিক ও নিরাপদ ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান

Call 16757

www.citizensbankbd.com

ভবিষ্যৎ গড়ার গল্প

মুনির হাসান

সমন্বয়ক, যুব কার্যক্রম,
প্রথম আলো

১৭ আগস্ট ২০২৫, কক্সবাজার। শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলার নানা প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীরা। কুতুবদিয়ার নাঈমুর রহমান ৮৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। তার মুখে উচ্ছ্বাস, 'পরীক্ষার পর এত আনন্দ পাইনি। এখানে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে।'

এ দৃশ্য নতুন নয়। বছরজুড়ে দেশের নানা প্রান্তের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকেরা যোগ দেন *প্রথম আলোর* নানা আয়োজনে—কখনো আগের দিন এসে, কখনো ভোরে রওনা দিয়ে।

১৯৯৮ সালে প্রকাশের পর থেকেই *প্রথম আলো* উপলব্ধি করে, কৃতী শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদ্‌যাপনের বড় কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই, আবার তাদের বিশ্বজয়ের পথেও সহায়তার ঘাটতি রয়েছে। সেই ভাবনা থেকেই শুরু হয় একের পর এক উদ্যোগ।

দেশজুড়ে সংবর্ধনা শেষে একদিন জানা যায়, নূর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ স্থান পেয়েছেন 'এমআইটি টেকনোলজি রিভিউস ইনভেন্টরস আন্ডার ৩৫' তালিকায়। মাত্র ২৭ বছর বয়সে তিনি তালিকার সবচেয়ে তরুণ উদ্ভাবক। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসবের গ্র্যাজুয়েট নূর ২০১১-১৪ সালে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের হয়ে অংশ নিয়ে একটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেন। এখন তিনি গৃহস্থালির সহায়ক রোবট উদ্ভাবনে কাজ করছেন।

গণিত উৎসবের সাধ্যমেই দেশের হাজারো কিশোর-কিশোরীর সামনে খুলেছে নতুন দিগন্ত। ২০১৮ সালে রোমানিয়ায় আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ প্রথম স্বর্ণপদক পায়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্জন—১টি সোনা, ৭টি রুপা, ৪০টি ব্রোঞ্জ ও ৪৭টি সম্মাননা। এই সাফল্য অনুপ্রেরণা হয়ে দেশে ১০টির বেশি বিষয়ে অলিম্পিয়াড আয়োজন হচ্ছে।

শুধু মেধার বিকাশ নয়, সমাজসচেতন প্রজন্ম গড়তেও কাজ করছে *প্রথম আলো*। স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াড তার উদাহরণ—যক্ষ্মা প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রতিবছর আনুমানিক ৩ লাখ ৭৯ হাজার মানুষ নতুন করে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন এবং ৪২ হাজারের বেশি মারা যান। আইসিডিডিআরবি ও ইউএসএআইডির সহযোগিতায় আয়োজিত এ উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে প্রশংসা পেয়ে ২০২৫ সালের ইনসা গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

বিজ্ঞান, বিতর্ক, পরিবেশ ও প্রযুক্তিবিষয়ক উৎসবে লাখো শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে শিখছে ও ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি *প্রথম আলো* সম্মান জানায় সেই শিক্ষকদের, যাঁরা তাদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। 'আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা'র মাধ্যমে পাঁচ বছর ধরে দেশের অনন্য শিক্ষকদের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, যাঁরা নিষ্ঠা, নৈতিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনে আলোকিত ছাপ রেখে যান।

শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও দেশের উন্নয়নযাত্রায় ভূমিকা রাখা মানুষদের সম্মানিত করে *প্রথম আলো*। ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি দিতে আয়োজন করা হয় 'আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার'। দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮০ শতাংশ ও জিডিপির ২৬ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা নতুন উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

একইভাবে দেশের কৃষকেরাও আজকের বাস্তব জীবনের বিজ্ঞানী। কৃষি খাতের অবদান ও সাফল্যকে আলাদা করে স্বীকৃতি ও উদ্‌যাপনের জন্য আয়োজন করা হয় সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো কৃষি পুরস্কার। খেলাধুলার ক্ষেত্রে আছে সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার, যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতিবছর দেশের সেরা ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানায়। এটি শুধু পুরস্কার নয়, ক্রীড়াবিদদের এক মিলনমেলা।

দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আয়োজন করা হয় ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। এটির জনপ্রিয়তা বোঝা যায় দর্শকের উপস্থিতি থেকে। ২০২৪ সালের ফাইনাল খেলার মাঠে ২০ হাজারের বেশি দর্শক হাজির ছিল।

প্রথম আলোর ইভেন্ট যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৯ সালে 'মেরিল-প্রথম আলো তারকা পুরস্কার' দিয়ে। সংস্কৃতি অঙ্গনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পুরস্কার হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত। পাঠক ভোটে নির্ধারিত সাতটি বিভাগ ও সমালোচক পুরস্কারের পাশাপাশি আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় সংস্কৃতিজগতের মহিরুহদের।

এ ছাড়া রয়েছে জিপিএইচ ইস্পাত-প্রথম আলো ইন জিনিয়াস, পুষ্টি-প্রথম আলো স্কুল বিতর্ক উৎসব, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব, মেরিল বেবি-বর্ণমেলা, প্রথম আলো-প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, ইস্পাহানি পার্বণ নবান্ন উৎসব, ইউরোপিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, স্টারশিপ ইন্সপায়ারিং টেন এবং গ্রামীণফোন উঠান বৈঠক ইত্যাদি।

নানা আয়োজনে দেশবাসীর কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে *প্রথম আলো* আজ শুধু দেশের সবচেয়ে বড় সংবাদমাধ্যম নয়, বরং তা একাধারে কিশোর-তরুণদের জন্য সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী এবং নানা ক্ষেত্রের সফলদের সম্মানিত করা বড় প্ল্যাটফর্মও।

অনুপ্রেরণার উৎসব, কৃতীদের সম্মান

মেধা বিকাশের ধারায় বিশ্বজয়

গণিত, বিজ্ঞান, বিতর্ক ও প্রযুক্তি উৎসবে অংশ নিয়ে হাজারো তরুণ যুক্ত হচ্ছেন আন্তর্জাতিক সাফল্যের অভিযাত্রায়।

শিক্ষক ও উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি

'প্রিয় শিক্ষক', 'এসএমই' ও 'কৃষি পুরস্কার'-এর মাধ্যমে *প্রথম আলো* সম্মান জানায় জ্ঞান, শ্রম ও উদ্ভাবনের নায়কদের।

কৃতিত্বের উদ্‌যাপন

দেশজুড়ে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়ে *প্রথম আলো* গড়ে তুলেছে সাফল্য উদ্‌যাপন ও স্বপ্ন দেখার এক অনন্য মঞ্চ।

সংস্কৃতি থেকে ক্রীড়ায় সম্ভাবনা

'মেরিল-প্রথম আলো তারকা পুরস্কার' থেকে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল পর্যন্ত প্রতিটি আয়োজন গড়ে তুলছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রেরণার গল্প।

স্বাস্থ্য ও সমাজে সচেতনতা

স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াডসহ নানা আয়োজন তরুণদের মাদক ও সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে ইতিবাচক পরিবর্তনের দূত করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে প্রভাবশালীদের দাপটও বড় বিপদ ডেকে আনছে। নির্বিচার কাটা হচ্ছে গাছ। চর হেয়ার সৈকত, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী। ছবি : প্রথম আলো

পরিবেশ সাংবাদিকতায় নিবিড় মনোযোগ

খলিলউল্লাহ্

জলবায়ু প্রকল্প ব্যবস্থাপক,
প্রথম আলো

পরিবেশ বিপর্যয় কীভাবে মানুষের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে, তা আমরা প্রতিদিন রাস্তায় বের হলে বায়ুদূষণ থেকেই টের পাই। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বড় দুর্যোগ তো রয়েছেই। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, অস্বাভাবিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত, ভয়াবহ বন্যা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে নানা আঙ্গিকে মানুষের অস্তিত্বসংকটের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তাই *প্রথম আলো* পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে সব সময় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

এক বছর ধরে *প্রথম আলো* আরও বিস্তৃত পরিসরে পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এখন আর শুধু ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রতিবেদন নয়, পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিকতাকে নিয়মিত করার লক্ষ্যে সংবাদপত্রটি নিয়েছে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার প্রথম পাতা থেকে শুরু হয়ে এ বিষয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এক পাতাজুড়ে ছাপা হচ্ছে। এই উদ্যোগ থেকে পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে প্রথম আলোর ভূমিকার বিষয়টি সামনে আসে।

বিগত এক বছরে *প্রথম আলোর* বিশেষ এই উদ্যোগে ৩৪টি বড় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকাসহ সারা দেশে *প্রথম আলোর* সাংবাদিকেরা এই কাজে যুক্ত হয়েছেন। *প্রথম আলোর* সারা দেশের প্রতিনিধিরা নিজেরাই উৎসাহী হয়ে পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে তাঁদের আগ্রহের কথা জানিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিকল্পনা পাঠাচ্ছেন। এর বাইরে নিয়মিত জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হচ্ছে।

এসব প্রতিবেদনে আমরা তুলে আনতে চেষ্টা করেছি জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে মানুষের জীবনের ওপর ভয়াবহ প্রভাবের নানা দিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা ফায়দা লুটছে। স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতির মাধ্যমে সংকটে থাকা দরিদ্র মানুষকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মুনাফার লোভে বন-জঙ্গল, নদী-খাল-বিল ও প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এসব ঘটনা তুলে আনার সময় ভুক্তভোগী মানুষেরা তাঁদের দুর্দশার কথা বলার পাশাপাশি বলেছেন, সাংবাদিকেরা গেলে তাঁরা একটু ভরসা পান। জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যাঁরা অন্যায়-অনাচার করছেন, তাঁরা সাময়িকভাবে হলেও ভয় পান। সন্দেহ নেই, এর ফলে আমরাও অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছি, নতুন কাজ ও উদ্যোগ নিতে সাহস পেয়েছি।

সব সময় যে পরিকল্পনামাফিক কাজ হয়েছে, এমন নয়। হয়তো দেখা গেছে একটা বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করে আমরা মাঠে গিয়েছি। গিয়ে দেখা গেছে নানা দিক থেকে যে ধরনের তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি, পরিস্থিতি তার চেয়েও খারাপ বা চিত্রটাই ভিন্ন। এমনও হয়েছে একটা পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন একটি প্রতিবেদনের রসদ পেয়েছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে বলা হয় পৃথিবীর অভিযোজন রাজধানী। অর্থাৎ মানুষ এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারদর্শী। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব হারিয়ে আবার নতুন করে শুরু করার সাহস ও সহিষ্ণুতার এসব গল্প আমরা পরম যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে আনার চেষ্টা করেছি।

এ ছাড়া নতুন বৈজ্ঞানিক ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা নির্দিষ্ট বিরতিতে পরিবেশ নিয়ে প্রতিবেদন ছাপিয়ে যাচ্ছি। দেশের তিন দ্বীপের বিশাল ভূখণ্ড এক হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধির সম্পর্ক, ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার বৈজ্ঞানিক সতর্কতা, ইলিশের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতিতে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি ইত্যাদি বহু বৈজ্ঞানিক ফলাফলভিত্তিক প্রতিবেদন ছাপিয়ে মানুষকে সচেতন করা এবং নীতিনির্ধারকদের নজরে আনার চেষ্টা আমাদের ছিল, সামনেও তা চলমান থাকবে।

আমাদের এই উদ্যোগের বেশ কিছু ইতিবাচক প্রভাবও পড়েছে। কক্সবাজারের খুরুশকুলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য নির্মিত বহু ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল প্রভাবশালীদের নামে। এ নিয়ে *প্রথম আলোতে* প্রতিবেদন প্রকাশের পর পুরো বরাদ্দই বাতিল হয়েছে।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সুন্দরবন হিসেবে পরিচিত চকরিয়ায় চিংড়ি চাষের নামে বন ধ্বংসের প্রতিবেদনের ফলে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। বন গবেষকেরা এই বন আবারও উজ্জীবিত করতে পারবেন বলে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। মহেশখালীর প্যারাবন কেটে চিংড়িঘের করা নিয়ে প্রতিবেদনের পরদিনই স্থানীয় প্রশাসন নৌবাহিনীর সহায়তায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে বনের জায়গা পুনরুদ্ধার করেছে। টাঙ্গুয়ার হাওরে অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের কারণে জীববৈচিত্র্যের হুমকি নিয়ে প্রতিবেদনের পর প্রশাসন থেকে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গত এক বছরে *প্রথম আলো* পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে এমন আরও বেশ কিছু প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যেমন বলা যায় সন্দ্বীপের কৃষির দুরবস্থা নিয়ে দুই কিস্তির প্রতিবেদনের পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সরেজমিন পরিদর্শন করেন। কৃষি সেচের সুবিধার্থে তাঁরা ৭টি পুকুর ও ৩০ কিলোমিটার খাল খনন করার প্রতিশ্রুতি দেন। এর মধ্যে ৫টি পুকুর আর দেড় কিলোমিটারের মতো খাল ইতিমধ্যে খনন করা হয়েছে।

সবশেষে বলব, *প্রথম আলোর* সাংবাদিকতায় তারুণ্য সব সময় বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। আমরা জানি, পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে গ্রেটা থুনবার্গসহ সারা দুনিয়ার তরুণদের মধ্যে একধরনের সচেতনতা, আন্দোলন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশেও তরুণদের মধ্যে এ বিষয়ে কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যায়। পরিবেশ-জলবায়ুবিষয়ক সাংবাদিকতার মাধ্যমে তরুণদের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটাতে *প্রথম আলো* দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

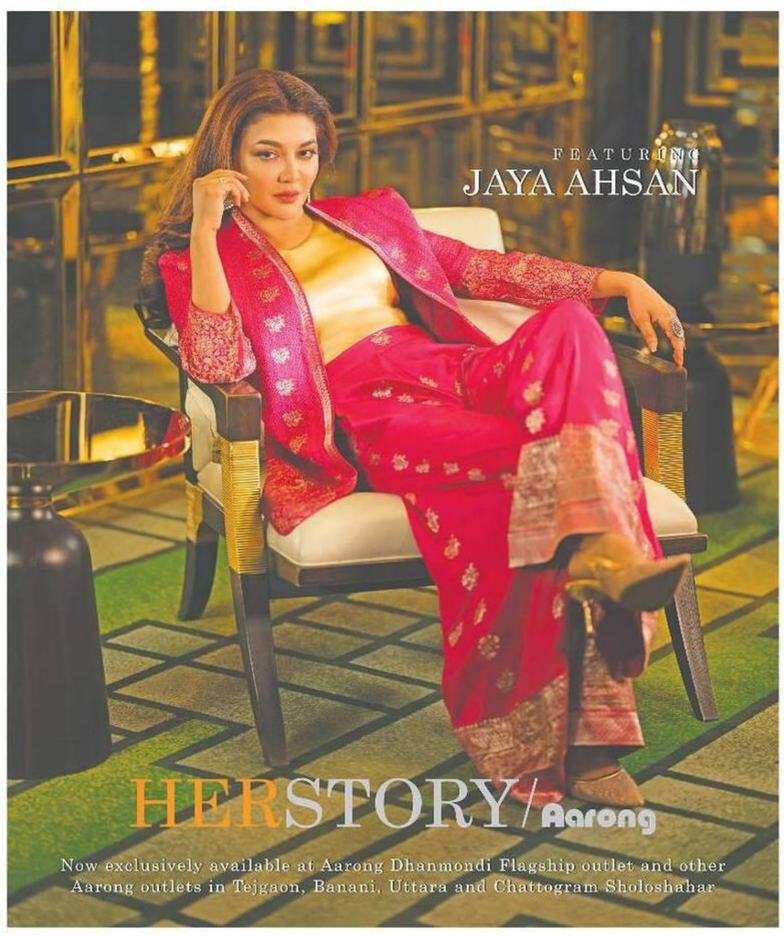

প্রথম আলো ট্রাস্ট

মানুষের পাশে
মাদকবিরোধী সচেতনতা থেকে মানসিক সহায়তা—প্রথম আলো ট্রাস্ট তরুণদের ইতিবাচক জীবনের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছে।

সামাজিক সুরক্ষা
অ্যাসিডদগ্ধ নারীদের সহায়তা, মাদকবিরোধী আন্দোলন ও শিশুদের মানসিক সহায়তায় কাজ করছে ট্রাস্টের প্রকল্পগুলো।

শিক্ষার আলো
‘অদম্য মেধাবী’, ‘অদ্বিতীয়া’, ‘আলোর পাঠশালা’ ও ‘মেরিল-প্রথম আলো সাভার সহায়তা’ প্রকল্পের মাধ্যমে হাজারো শিক্ষার্থী পাচ্ছে শিক্ষার সুযোগ।

দুর্যোগে সহায়তা
ঘূর্ণিঝড় সিডর-আইলা থেকে সাম্প্রতিক বন্যা—প্রতিটি দুর্যোগে ত্রাণ, চিকিৎসা ও শীতবস্ত্র সহায়তা নিয়ে ছুটে গেছে প্রথম আলো ট্রাস্ট।

সমন্বিত উদ্যোগ
‘সাদত স্মৃতি পল্লি’ প্রকল্পে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে প্রথম আলো ট্রাস্ট।

মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার

মাহবুবা সুলতানা
সমন্বয়ক,
প্রথম আলো ট্রাস্ট

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র অভ্র (ছদ্মনাম) মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করল, ‘আমি তো ছোট। আমি ভালো কীভাবে চিনব? আমার অনেক বন্ধু আমাকে সিগারেট খেতে বলে। আমি না বলব কীভাবে? আমি তো বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাই না।’

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক খুব সুন্দর করে অভ্রকে বুঝিয়ে বললেন কীভাবে এসব আহ্বান কাটিয়ে ওঠা যায়।

এসব হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে মাদকবিরোধী আন্দোলন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রথম আলো ট্রাস্ট দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আয়োজন করে পরামর্শ সহায়তা সভা। এসব সভায় কেবল মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা নয়, বরং মানসিক নানা বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়। তাঁদের মনে জমে থাকা নানা বিষয়ের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

মাদকমুক্ত উদ্দীপনা আর আশাবাদে তরুণ-তরুণীরা এগিয়ে যাক জীবনের পথে। দারিদ্র্যপীড়িত কিন্তু অদম্য মেধাবীরা তাদের অপরাজেয় স্বপ্নে জয় করুক পৃথিবী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পেছনে ফেলে জীবন ছুটে চলুক তার অনিবার্য ছন্দে। সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সংকটাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে প্রথম আলো ট্রাস্ট।

সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে *প্রথম আলো* শুরু থেকেই দেশের মানুষের পাশে থেকেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্যসহায়তা বা শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, অ্যাসিডদগ্ধ নারীদের পুনর্বাসন কিংবা দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ—সবখানেই ছিল *প্রথম আলোর* অংশগ্রহণ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভালো কাজগুলোর পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনি তা আরও সংহত রূপ দেওয়ার প্রয়োজনও দেখা দেয়। সেই প্রয়োজন থেকেই ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম আলো ট্রাস্ট।

মানুষের কল্যাণে *প্রথম আলোর* করা ভালো কাজগুলোর ধারাবাহিকতা আজও ধরে রেখেছে এই ট্রাস্ট। বর্তমানে আটটি প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে প্রথম আলো ট্রাস্ট দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ

অদম্য মেধাবী : ২০০৭ সালে শুরু হওয়া ‘অদম্য মেধাবী’ শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৪৮৭ জন দরিদ্র কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৯০ জন ইতিমধ্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং ৬৮ জন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। ব্র্যাক ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

অদ্বিতীয়া : ‘অদ্বিতীয়া’ শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দরিদ্রতম পরিবারের মেয়েরা পাচ্ছেন পরিবারের প্রথম স্নাতক হওয়ার সুযোগ। ২০১২ সাল থেকে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছেন ১১৮ জন মেধাবী তরুণী। তাঁদের মধ্যে ৬৫ জন ইতিমধ্যে স্নাতক সম্পন্ন করে দেশ-বিদেশে সম্মানজনক অবস্থানে আছেন।

আলোর পাঠশালা : বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও শিক্ষাবঞ্চিত অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ‘আলোর পাঠশালা’ প্রকল্প পরিচালনা করছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। কুড়িগ্রাম ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, রাজশাহী, ভোলা ও নওগাঁয় মাধ্যমিক, টেকনাফ ও লক্ষ্মীপুরে প্রাথমিক এবং বান্দরবানে নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে ট্রাস্টের আটটি স্কুলে প্রায় ১ হাজার ৬০০ শিক্ষার্থী বিনা মূল্যে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

মেরিল-প্রথম আলো সাভার সহায়তা তহবিল : রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ২০১৪ সালের ২০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এই তহবিল। এর আওতায় দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের ২০ সন্তানের শিক্ষাবৃত্তির দায়িত্ব নিয়েছে ট্রাস্ট। তাঁদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যে স্নাতক এবং আরেকজন ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন। বাকিরা বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ছেন। এই সহায়তা তাঁদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

> *প্রথম আলোর* পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় প্রথম আলো ট্রাস্টের মানবিক অভিযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা

অ্যাসিডদগ্ধ নারীদের জন্য সহায়ক তহবিল : অ্যাসিড-সন্ত্রাসের ভয়াবহতা থেকে নারীদের রক্ষা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে কাজ করে আসছে *প্রথম আলো*। ‘আর একটি মুখও যেন অ্যাসিডে ঝলসে না যায়’—এই অঙ্গীকার নিয়ে গড়ে ওঠা অ্যাসিডদগ্ধ নারীদের সহায়তা তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও আইনি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। *প্রথম আলোর* নিরলস প্রচেষ্টা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক অবস্থান তৈরি করেছে, যার ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে প্রণীত হয় অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন।

মাদকবিরোধী আন্দোলন : তরুণ সমাজকে মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে রক্ষা করতে ২০০৩ সাল থেকে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালনা করছে ব্যাপক মাদকবিরোধী আন্দোলন। অনলাইন ও টেলিফোন পরামর্শসেবা, কনসার্ট এবং স্কুলভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

দুর্যোগে পাশে দাঁড়ানো ও সমন্বিত উন্নয়ন

ত্রাণ তহবিল : প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা মানবসৃষ্ট সংকট—যেকোনো দুর্দিনে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রথম আলো ট্রাস্টের ত্রাণ তহবিল। সিডর ও আইলার মতো ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় কিংবা দেশের বিভিন্ন সময়ে বন্যার পরপরই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসাসেবা ও নগদ অনুদান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফেনী ও নোয়াখালীর বন্যার সময়ও ট্রাস্টের স্বেচ্ছাসেবকেরা ত্রাণসহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন দুর্গত এলাকায়। পাশাপাশি শীতার্ত মানুষের জন্য প্রতিবছর নিয়মিতভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

সাদত স্মৃতি পল্লি : নরসিংদীর রায়পুরায় স্থাপিত ‘সাদত স্মৃতি পল্লি’ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালনা করছে একটি সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ। এখানে গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, লাইব্রেরি, শিশুপার্ক, শিক্ষাসহায়তা ও স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণসহ নানা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রথম আলো ট্রাস্টের এই বহুমুখী কার্যক্রম শুধু আর্থিক সহায়তার প্রতিফলন নয়; এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, মর্যাদা ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনেরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। *প্রথম আলোর* পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় এই মানবিক অভিযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং একটি আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রথম আলো ট্রাস্ট সবার ভালোবাসা ও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আরও সামনে।

পত্রিকা পড়ে বেড়ে ওঠা

মো. সাইফুল্লাহ

জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক
প্রথম আলো

'*প্রথম আলো* পড়ি ছোটবেলা থেকে। গোল্লাছুট দিয়ে শুরু, আর এখন সম্পাদকীয়—মাঝখানের সময়টাকে বলে বড় হয়ে যাওয়া।'

কদিন আগে বলছিলেন এক পাঠক। সত্যিই তো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকায় আমাদের পছন্দের পাতাও বদলায়। ছেলেবেলায় হয়তো ভালো লাগত কার্টুন, কমিকস, শিশুদের পাতা। এরপর একটু একটু করে আগ্রহ জন্মায় খেলা-বিনোদন কিংবা অন্যান্য সংবাদের প্রতি। সব বয়সীদের কথা মাথায় রেখেই পত্রিকা ও অনলাইন সাজানোর চেষ্টা করে *প্রথম আলো*। তবে শিশু-কিশোর-তরুণদের দিকে থাকে বাড়তি মনোযোগ।

কেবল শিশুদের জন্যই *প্রথম আলো* প্রকাশ করে 'গোল্লাছুট'। ছাপা হয় প্রতি শনিবার। স্কুলপড়ুয়া শিশুরা তো বটেই, ২-৫ বছর বয়সী যেসব শিশু এখনো পড়তে শেখেনি, ছবি দেখাতেই যাদের আনন্দ—গোল্লাছুট মাথায় রাখে তাদের কথাও। এ কারণেই শিশুদের এই ক্রোড়পত্র সাজানো হয় আকর্ষণীয় সব ছবি দিয়ে।

একালের শিশু, যাদের আমরা বলি জেন-আলফা; তারা ভীষণ 'স্মার্ট'। এই শিশুরা শুধু জানতে নয়, নিজের ভাবনাটা জানাতেও চায়। সেই প্ল্যাটফর্মই তৈরি করে দেয় গোল্লাছুট। গোল্লাছুটের পাতাজুড়ে ছাপা হয় *প্রথম আলোর* খুদে পাঠকদের লেখা-আঁকা।

গত এক বছরে বেশ কিছু বিশেষ সংখ্যা করেছে গোল্লাছুট। যেমন একটি আয়োজনের নাম ছিল—'প্রিয়জনকে চিঠি'। দাদা, দাদি, নানা, নানি থেকে শুরু করে বন্ধুর উদ্দেশেও লিখেছে শিশুরা। হাতে লেখা সেসব চিঠি কোনো শিল্পকর্মের চেয়ে কম নয়! গোল্লাছুটের সেই পাতায় একবার চোখ বোলালেই মন ভালো হয়ে যেতে বাধ্য।

স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পয়লা বৈশাখ, ঈদ, পূজা—বিশেষ দিনগুলো উপলক্ষে ছিল গোল্লাছুটের বিশেষ আয়োজন। এ ছাড়া চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, সংগীতশিল্পী সনজীদা খাতুন, লেখক রকিব হাসানকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা করা হয়েছে, যেন শিশুরা এই গুণীজনদের সম্পর্কে জানতে পারে।

স্বপ্ন নিয়ে

শৈশব থেকে কৈশোরে পা রাখতে রাখতেই খুদে পাঠকদের প্রিয় হয়ে ওঠে 'স্বপ্ন নিয়ে', *প্রথম আলোর* রোববারের ক্রোড়পত্র। এই পাতা মূলত কিশোর-তরুণদের জন্য। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক খবর, তরুণদের অর্জন, সফল ও অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তির কথা, শিক্ষা, পেশাজীবনের পরামর্শসহ নানা কিছু প্রকাশিত হয় দুই পৃষ্ঠার স্বপ্ন নিয়েতে।

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান ও এর পরবর্তী সময়ে একটা ভীষণ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে গেছেন এ দেশের শিক্ষার্থী ও তরুণেরা। কেউ বন্ধুকে হারিয়েছেন, কেউ আহত হয়েছেন। দীর্ঘদিন পড়ালেখা থেকে দূরে ছিলেন কেউ কেউ। এসবের মধ্য থেকেই মানবিক, অনুপ্রেরণাদায়ী গল্পগুলো তুলে এনেছে স্বপ্ন নিয়ে। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে যাঁরা 'পুলিশহীন' শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করেছেন, ছাপা হয়েছিল তাঁদের অভিজ্ঞতাও। এ ছাড়া বন্যায় যে শিক্ষার্থীরা রোবট নিয়ে উদ্ধারকাজে নেমেছেন, বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে যে শিক্ষার্থী অ্যাপ তৈরি করেছেন, এমন আরও নানা উদ্যমী তরুণের কথা উঠে এসেছে তরুণদের এই পাতায়।

এখন চারদিকে শুধু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) আলাপ। শিক্ষার্থীদের মনে নানা দ্বিধা, শঙ্কা। কোন কোন চাকরি হারিয়ে যাবে? কোন বিষয়েই-বা পড়ব? কীভাবে প্রস্তুতি নেব ভবিষ্যতের জন্য? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে এআই নিয়ে পাতাজুড়ে বিশেষ সংখ্যা করেছিল স্বপ্ন নিয়ে। এ ছাড়া স্নাতকোত্তরের পড়ালেখা, বিদেশে উচ্চশিক্ষা, ফার্মাসি, বিবিএ, মেডিকেল শিক্ষা, এইচএসসি-পরবর্তী দিকনির্দেশনাসহ নানা কিছু নিয়ে বিশেষ আয়োজন ছিল গত এক বছরে।

ছুটির দিনে

প্রথম আলোর 'ছুটির দিনে'ও তরুণ পাঠকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। দেশ-বিদেশে বেড়ানো, শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের নানা গল্প ছাপা হয় শনিবারের এই ক্রোড়পত্রে। এভারেস্টজয়ী বাবর আলীসহ আরও অনেক অভিযাত্রীই ছুটির দিনের নিয়মিত লেখক।

মা দিবস, বাবা দিবস, বন্ধু দিবসের মতো বিশেষ দিনগুলোয় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে ছুটির দিনে ও স্বপ্ন নিয়ে। ছাপা হয়েছিল পাঠকদের একগুচ্ছ লেখা। শিশুরা যেমন গোল্লাছুটে লিখে-এঁকে আনন্দ পায়, বড়দের জন্যও নিশ্চয়ই নিজের লেখা-ছবি পত্রিকায় দেখতে পাওয়ার আনন্দটা কম নয়।

এসব ছাড়াও কিশোর-তরুণদের জন্যই প্রতিদিনের *প্রথম আলোর* 'একটু থামুন' অংশে থাকে সুডোকু, কুইজ। খেলায় খেলায় পাঠক বুদ্ধি ঝালাই করতে পারেন।

রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি—সবই তো তরুণদের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই আগ্রহের কথা মাথায় রেখেই সাজানো হয় প্রতিদিনের *প্রথম আলো*। নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু করার আছে। বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে 'আউট অব দ্য বক্স' ভাবার সুযোগ আছে। এসব ক্ষেত্রে কিশোর-তরুণ পাঠকদের পরামর্শ আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।

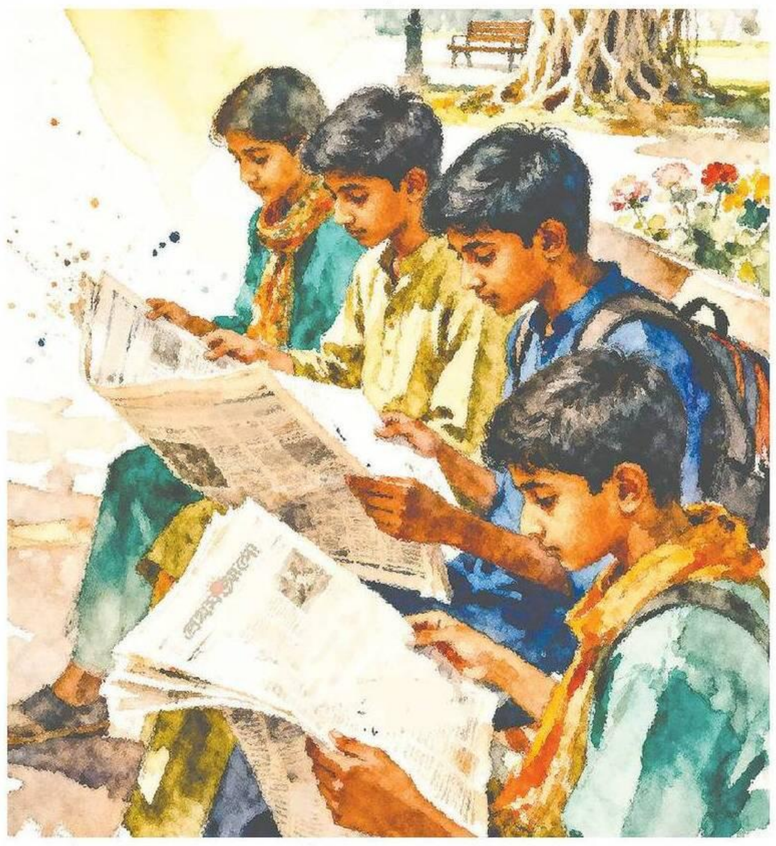

তরুণ পাঠক। ছবি : এআইয়ের সহায়তায় তৈরি

সাংবাদিকতার সত্য, সাংবাদিকতার সাহস

সাজ্জাদ শরিফ
নির্বাহী সম্পাদক
প্রথম আলো

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে *প্রথম আলো*র প্রদর্শনী 'জুলাই-জাগরণ'। শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা। ২৫ জানুয়ারি ২০২৫। ছবি : প্রথম আলো

'শানু ভাই।'

'আন্নে কই?'

'আঁই গুলি খাইছি, গুলি খাইছি, গুলি খাইছি।'

'ইন্নালিল্লাহ!'

'আঁই গুলি খাইছি, গুলি খাইছি।'

'কোনঠে আপনি। আপনে আছেন কই?'

মোবাইল ফোনের অন্য প্রান্তে এবার কান্না মেশানো কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে, 'ও শানু ভাই।'

'আন্নে কই, আন্নে কই? আন্নে কোন জাগায় আছেন?'

ওইপার থেকে আর কোনো জবাব আসে না। কণ্ঠ নিভে গেছে। নীরবতার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

যে দুটি চরিত্রের মধ্যে ওপরের সংলাপগুলো বিনিময় হলো, তাঁদের নাম রিটনউদ্দীন আর আলী সাআদ শানু। তবে এটি কোনো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য নয়, সত্যিকারের নিষ্করুণ মৃত্যুনাট্য। ঘটনার দৃশ্যপট গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী সহাসড়ক। পুলিশ তখন সরিয়া হিংস্রতায় নিরস্ত্র জনতাকে এলোপাতাড়ি গুলি করে মারছে। তাদের ছোঁড়া তিনটি বুলেট রিটনের শরীর ভেদ করে চলেও গেছে। বাঁচার আর্তি জানিয়ে রিটন ফোন করেছেন তাঁর সহকর্মী শানুকে। গুলি খাওয়া আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার মাঝখানে এটাই তাঁর জীবনের শেষ কথা।

গত বছরের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় শেখ হাসিনার রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বাহিনীর লোক যে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালায়, সেটি শুধু বড় একটি সংখ্যা নয়। সেই বিস্তৃত সংখ্যার মধ্যে লুকিয়ে আছে রিটনের মতো অজস্র মানুষের আলাদা আলাদা মর্মান্তিক ঘটনা।

রিটনের এই কাহিনিটি আমরা তুলে ধরলাম 'রক্তাক্ত মহাসড়ক : যাত্রাবাড়ী হত্যাকাণ্ড' নামে *প্রথম আলো*র তৈরি করা একটি প্রামাণ্যচিত্র থেকে। প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরি করতে আমাদের সহকর্মী আব্দুল্লাহ আল হোসাইনকে যাত্রাবাড়ীর সেই ঘটনার শত শত ফুটেজ সংগ্রহ করতে হয়েছে—আন্দোলনকারীদের ফুটেজ, সিসিটিভির ফুটেজ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ফুটেজ। সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৩৫ মিনিটের যে প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরি হয়েছে, তাতে ধারণ করা আছে রিটনের মতো হত্যার শিকার একেকটি মানুষের করুণ কাহিনি। এভাবে প্রামাণ্যচিত্রটি হয়ে উঠেছে সেদিনের হত্যাযজ্ঞের মহাফেজখানাতুল্য এক নথির সংগ্রহ।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে *প্রথম আলো*র পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ আল হোসাইন তৈরি করেছেন আরও দুটো প্রামাণ্যচিত্র—একটি সাভারের হত্যাযজ্ঞ নিয়ে 'সাভার গণহত্যা : হাসিনা পালানোর পরের ৬ ঘণ্টা', আরেকটি আন্দোলনের সময় মোহাম্মদপুরে আওয়ামী লীগের কর্মীদের চালানো হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'আন্দোলনে মোহাম্মদপুরে আওয়ামী লীগ নেতাদের তাণ্ডব'। এই সব কটি প্রামাণ্যচিত্র দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত—*প্রথম আলো*র ওয়েবসাইটে এবং ইউটিউবে।

> জুলাই গণ-অভ্যুত্থান যেন কষ্টিপাথরের মতো আমাদের সাংবাদিকতার দায়দায়িত্বের পরীক্ষা নিতে এসেছিল। আমাদের কর্ম ও কীর্তি ইতিহাসের কাছে গচ্ছিত রইল।

ঘটনা যখন ঘটছে

এই তিনটি প্রামাণ্যচিত্রের বাইরেও জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে *প্রথম আলো* বেশ কিছু অর্থবহ কর্তব্য পালন করেছে। অবশ্য এটা বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না, ছিল অভ্যুত্থানের সময় *প্রথম আলো*র দায়বদ্ধ সাংবাদিকতার এক ধারাবাহিক কার্যক্রম। গত বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে দেশ যখন হয়ে উঠেছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, গণমাধ্যমের ওপর চেপে বসেছিল বিগত স্বৈরাচারী সরকারের দুর্বিষহ চাপ, সেই কঠিন সময়ে *প্রথম আলো* হয়ে উঠেছিল পাঠকের যথাযথ সংবাদের এক ভরসার স্থান।

১৬ জুলাই থেকে সরকারের বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের গুলিতে আন্দোলনরত সাধারণ মানুষের প্রাণহানির ঘটনা শুরু হয়। *প্রথম আলো* এ সময়ে আন্দোলনের তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়—প্রতিটি মৃত্যুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিয়মিত প্রকাশ করে যাওয়া, মারণাস্ত্রের আঘাতে অঙ্গহীন মানুষের তথ্য নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন করা, নিহত ব্যক্তিদের নিয়ে মানবিক প্রতিবেদন করা, নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে নির্যাতন-নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা ইত্যাদি। ইতিহাসের সেই কঠিন সময়ে *প্রথম আলো* সাহস ও যত্নের সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করে গেছে।

প্রথম আলো অনলাইনে সে সময়ের ৩৫ কোটি পেজ ভিউর সংখ্যাই বলে দেয় পাঠকের আস্থা কোন উচ্চতায় উঠেছিল। ১৮ জুলাই সরকার ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট করে দেয়; বন্ধ করে দেয় সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। পাঠক তখন বস্তুনিষ্ঠ খবরের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন *প্রথম আলো*র ছাপা পত্রিকায়। পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বেড়ে যায় অতিরিক্ত আরও দেড় লাখ।

সত্যনিষ্ঠ ও সাহসী সাংবাদিকতা *প্রথম আলো*কে এনে দেয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। গণমাধ্যমের প্রকাশকদের বৃহত্তম সংগঠন ওয়ান-ইফরার কাছ থেকে এ বছর *প্রথম আলো* পায় 'আগামী প্রজন্মের পাঠক সম্পৃক্ততা' ক্যাটাগরিতে বিশ্বসেরার পুরস্কার। গণমাধ্যমের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংগঠন ইনসার বিচারেও 'পাঠক সম্পৃক্ততা বাড়াতে সেরা ধারণা' ক্যাটাগরিতে সারা বিশ্বে প্রথম হয়।

আন্দোলনের অন্দরে

বিপুল গণরোষের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। ছাত্র-জনতার অপরিসীম ত্যাগ অবশেষে সফল হয়। এই পটভূমিতে *প্রথম আলো* জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তথ্য সংগ্রহ করার, গণ-অভ্যুত্থানকে বোঝার এবং রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দল নিয়ে মতামত ও নাগরিক বিতর্ক আয়োজনের উদ্যোগ নেয়।

'বিদ্রোহে-বিপ্লবে' নামে সে বছরেরই ২২ আগস্ট প্রকাশিত হয় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে *প্রথম আলো*র প্রথম ক্রোড়পত্র। অভ্যুত্থান নিয়ে সেটিই ছিল প্রথম কোনো ক্রোড়পত্র।

গত বছরের ৪ নভেম্বর *প্রথম আলো*র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী থেকে শুরু হয় গণ-অভ্যুত্থানকে বোঝার এবং মানুষের মধ্যে এর মর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নেওয়া হয় একাধিক উদ্যোগ। ২০২৪ সালের ৪ থেকে ৭ নভেম্বর পরপর চার দিন প্রকাশিত হয় অভ্যুত্থান নিয়ে চারটি ক্রোড়পত্র এবং 'যুক্ত করো ভয়' শিরোনামে আন্দোলনের ছবির অ্যালবাম। দেশের বিশিষ্ট শিল্পী শহীদ কবির *প্রথম আলো*র অনুরোধে শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে ছাপচিত্র রচনা করে দেন। *প্রথম আলো* সেটি উপহার হিসেবে তুলে দেয় দেশের বিশিষ্ট মানুষদের হাতে।

জাগ্রত জুলাই

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে *প্রথম আলো*র সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রথমা প্রকাশন এ পর্যন্ত বের করেছে সাতটি বই। প্রতিটি বইয়ের বিষয় ও উদ্দেশ্য আলাদা। এর মধ্যে আলতাফ পারভেজের *লাল জুলাই : চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পথপরিক্রমা*, সাজ্জাদ শরিফের *জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সাক্ষ্য* এবং আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার *জুলাই : মাতৃভূমি অথবা মৃত্যু* গণ-অভ্যুত্থানের তথ্য, ঘটনা, উপাদান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। এই অভ্যুত্থান জনগণের মধ্যে যে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটিয়েছে, তা নজরুল ইসলামের *স্বৈরতন্ত্র প্রতিরোধের পথ : রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধান সংশোধন* আর আল মাসুদ হাসানউজ্জামানের *ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান : নতুন পথে বাংলাদেশ* বই দুটোর বিষয়বস্তু। আলী রীয়াজের *আমিই রাষ্ট্র : বাংলাদেশে ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র* ও আসিফ নজরুলের *শেখ হাসিনার পতনকাল* মূলত শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার পথরেখার পর্যালোচনা।

এটা অনুমান করা যায় যে ভবিষ্যতে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ইতিহাস রচনায় এই বইগুলোর গুরুত্ব অপরিহার্য হবে।

এ বছরের ২৪ থেকে ৩১ জানুয়ারি 'জুলাই-জাগরণ' শিরোনামে *প্রথম আলো* শিল্পকলা একাডেমিতে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। এতে প্রদর্শবস্তু হিসেবে ছিল অভ্যুত্থানের সময় *প্রথম আলো*য় প্রকাশিত লেখা ও ছবি, প্রথমা প্রকাশিত বই, অভ্যুত্থান নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র, শহীদ কবিরের শিল্পকর্ম এবং ছবির অ্যালবাম 'যুক্ত করো ভয়'। কিন্তু জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন স্মারক এবং সে সময়ে আত্মদান করা শহীদদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এ প্রদর্শনীর দর্শকদের আবেগময় করে তোলে।

শিল্পকলা একাডেমিতে সেই প্রদর্শনী জানুয়ারিতে শেষ হলেও *প্রথম আলো* সেটিকে চিরস্থায়ী করে রেখেছে একটি ওয়েবসাইটে। 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪' (july36.prothomalo.com) নামে ওয়েবসাইটে গিয়ে এখনো যে কেউ ভার্চুয়াল ট্যুর দিয়ে সেই প্রদর্শনীটি দেখে আসতে পারেন। সেখানে দেখে আসতে পারেন সেই আন্দোলনে *প্রথম আলো*র সাহসী সাংবাদিকতার নজির হিসেবে রাখা সব প্রতিবেদন আর ছবি; বস্তুত ওপরে যা কিছুর আলোচনা করেছি, প্রায় তার সবই। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে *প্রথম আলো*র যাবতীয় কর্মকাণ্ড এই ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান যেন কষ্টিপাথরের মতো আমাদের সাংবাদিকতার দায়দায়িত্বের পরীক্ষা নিতে এসেছিল। আমাদের কর্ম ও কীর্তি ইতিহাসের কাছে গচ্ছিত রইল।

ক্রোড়পত্র সম্পাদক : রাজীব হাসান; অঙ্গসজ্জা : আনিসুজ্জামান সোহেল, গ্রাফিকস : আমিনুল ইসলাম